দাদা ভগবান কথিত

দান

Bengali

দাদা ভগবান প্ররুপিত

দান

মূল গুজরাটী সংকলন :   ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : শ্রীঅজীত সি প্যাটেল,
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ- ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Right reserved -Deepakbhai Desai
Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad- Kolol Highway,
Adalaj, Dist.: Gandhinagar-382421 , Gujarat, India.
No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsever without written permission from the holder of his copyrights

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্য মূল্য : ২৫ টাকা

প্রথম মুদ্রন : নভেম্বর, ২০১৯
মুদ্রন সংখ্যা : ১০০০

মুদ্রক : অম্বা অফ্‌সেট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
কে-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
E-mail : info@ambaoffset.com
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৮১/৪২

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পণাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১.

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২.

ওঁ নমঃ শিবায় ৩.

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

জুন ১৯৫৮ সালের এক সন্ধ্যার আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরাট শহরের রেলস্টেশন, প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিক ভাবে, অক্রম রূপে অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি রচনা করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হলো ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হলো। এইভাবে প্রকৃতি জগতের সামনে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করল আর এর মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজারাটের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, কন্ট্রাকটরী ব্যবসায়ী, তবুও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্তি হয়েছিল, সেই ভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষুজনদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, তাঁহার অদ্ভুত সিদ্ধ জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

সে নিজে সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' সেই রহস্য বলতে গিয়ে বলতেন যে "এই যে আপনি যাকে দেখতে পাচ্ছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে প্রকট হয়েছে, সে 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। সে আপনার মধ্যেও আছে, সবার মধ্যে আছে। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছে আর 'এখানে' আমার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছে। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

আত্মবিজ্ঞানী শ্রীঅম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞান সমন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই বাণী সংকলন এবং সম্পাদন হয়ে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রস্তুত পুস্তক মূল গুজরাটী পুস্তকের বাংলা অনুবাদ।

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহারজ্ঞান সম্বন্ধী বিভিন্ন বিষয়ে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা পাঠকদের জন্য বরদান স্বরূপ সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে বিশেষ রূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন, এরকম অনুভব হয়। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতে বললে, "আমার হিন্দী মানে গুজরাটী, হিন্দী, আর ইংরেজির মিশ্রন, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে, তখন ভালই হবে"।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান-এর যর্থাথ আধার, যেমনকার তেমন, আপনাকে গুজরাটী ভাষাতেই অবগত হতে পারে। মূল গুজরাটী শব্দ যার বাংলা অনুবাদ উপলব্ধ নেই, তা *ইটালিক্সে* লেখা হয়েছে। জ্ঞান- এর গভীরে যেতে হলে, জ্ঞান-এর মর্ম অনুধাবন করতে হলে, গুজরাটী ভাষা শিখে, মূল গুজরাটী গ্রন্থ পড়েই সম্ভব। তার পরও এই বিষয়ে আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে আপনি প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গে এসে সমাধান পেতে পারেন।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজারাটী আর ইংরেজী শব্দ যেমন তেমনই রাখা হয়েছে।

অনুবাদ সর্ম্পকিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

পুণ্য করার অনেক রাস্তার বিষয়ে শাস্ত্রে আর ধর্ম গুরু দ্বারা বর্ণন করা হয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো, দান। দান অর্থাৎ অন্যকে নিজের কিছু দিয়ে তাকে সুখ দেওয়া।

দান দেওয়ার প্রথা তো মানুষের বাল্যকাল থেকেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। ছোট বাচ্চা হলেও, তাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে বাইরের গরীব লোকদের পয়সা দেওয়ানো হয়, খাবার দেওয়ানো হয়, মন্দিরের দান পেটিতে পয়সা দেওয়ানো হয়। এইভাবে বাল্যকাল থেকেই দানের সংস্কার মিলেই যায়।

দান দেওয়ার সময় ভিতরে অজাগৃতি থাকে তো দিয়েও দোষ হয়, তার সূক্ষ্ম নিরুপণ পরমপূজ্য দাদাশ্রী করেছেন। দান দেবার সময় কেমন জাগৃতি রাখা দরকার ? সব থেকে বড় দান কি ? দান কত প্রকারের হতে পারে ? তার পিছনে ভাবনা কেমন হওয়া দরকার ? দান কাকে দেওয়া উচিত ? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক দানের বিষয়ের কথা যা দাদাশ্রীর জ্ঞানবানী দ্বারা বইছে সেসব প্রস্তুত পুস্তকে সংকলিত করে প্রকাশিত করা হয়েছে। যা বিজ্ঞ পাঠকদের দান দেবার সময় উত্তম মার্গদর্শিকা প্রতীত হবে।

-ডা. নীরুবেন অমীন

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
৯. সেবা-পরোপকার
১০. ভুগছে যে তার ভুল
১১. মানব ধর্ম
১২. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৩. দাদা ভাগবান কে ?
১৪. দান

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
11. Pure Love
12. Who am I
13. Right Understanding
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
27. Whatever has Happened is Justice
28. Guru and Disciple
29. Gyani Purush -A. M. Patel
30. The essence of religion
31. Pratikraman-Freedom Through Apology and Repentance

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটী ও হিন্দী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তেও উপলব্ধ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবানী" পত্রিকা হিন্দী,গুজরাটী ও ইংরেজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দান

দান কিসের জন্য ?

প্রশ্নকর্তা : এই দান কিসের জন্য করা হয় ?

দাদাশ্রী : এই রকম হয়, সে নিজে দান দিয়ে কিছু নিতে চায়। সুখ দিয়ে সুখ পেতে চায়। মোক্ষের জন্য দান দেয় না। সুখ লোককে দিলে তোমার সুখ মিলবে। যা তুমি দেবে, সেটাই পাবে। এইজন্য, এটাই তো নিয়ম। সে তো দিলে আমাদের মিলবে, প্রাপ্তি হবে। নিয়ে নিলে আবার চলে যাবে।

প্রশ্নকর্তা: উপবাস করা ভালো অথবা কোন দান করা ভালো ?

দাদাশ্রী : দান করা মানে এটাই যে ক্ষেতে বপন করা। ক্ষেতে বপন করে আসবে, পরে তার ফল পাবে। আর উপবাস করলে ভিতরে জাগৃতি (জাগরণ) বাড়বে। কিন্তু শক্তি অনুসারে উপবাস করতে ভগবান বলেছেন।

দানের অর্থই সুখ দেওয়া

দান অর্থাৎ অন্য যে কোন জীবকে, মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী হয় তাকে সুখ দেওয়া। তার নাম দান। আর সবাইকে সুখ দাও এইজন্য তার 'রিঅ্যাকশন' আমাদের সুখ-ই মেলে। সুখ দাও তো অবিলম্বে সুখ তোমার ঘরে বসে আসবে !

তুমি দান দাও তখন তোমার ভিতরে সুখ হয়। নিজের ঘরের টাকা দাও তার পর ও সুখ হয়, কারণ ভাল কাজ করেছ। ভাল কাজ করলে সুখ হয় আর খারাপ কাজ করলে সেই সময় দুঃখ হয়। সেই থেকে আমরা জানতে পারি যে কোনটা ভাল আর কোনটা খারাপ ?

আনন্দ প্রাপ্তির উপায়

প্রশ্নকর্তা : মানসিক শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ কোন গরীব, কোন অশক্ত, তার সেবা করবে কি ভগবানের ভজনা করবে অথবা কাউকে দান দেবে ? কি করবে ?

দাদাশ্রী : মানসিক শান্তি চাও তো নিজের বস্তু অন্যকে খাওয়াবে। কালকে আইসক্রীমের পিপা ভরে নিয়ে আসবে আর এদের সবাইকে খাওয়াবে । সেই সময় তোমার কত আনন্দ হবে, তা তুমি আমাকে বলবে । এই লোকেরা আইসক্রীম খেতে চায় না । তুমি তোমার শান্তির প্রয়োগ করে দেখ । এখানে কেউ শীতে ফালতু বসে নেই আইসক্রীম খাবার জন্য । এইভাবে তুমি যেখানে আছ সেখানে, কোন জানোয়ার থাকলে, বানর থাকলে, তাদেরকে চানা দিলে তারা লাফালাফি করে । ওখানে তোমার আনন্দের সীমা থাকবে না । ওরা খেয়ে যাবে আর তোমার আনন্দের সীমা থাকবে না । এই পায়রাদের তুমি দানা দিলে তাতে আগে ওরা এমন লাফালাফি করে । আর তুমি দিলে, তোমার নিজের বস্তু অন্য কে দিলে তাতে তোমার ভিতরে আনন্দ শুরু হয়ে যাবে। এখন যদি কোন মানুষ রাস্তায় পড়ে যায় আর তার পা ভেঙ্গে যায় আর রক্ত বেরিয়ে যায়, সেখানে তুমি নিজের ধুতি ছিঁড়ে বেঁধে দিলে, সেই সময় তোমার আনন্দ হবে । যদিও একশো টাকার ধুতি, সেটা ছিঁড়ে তুমি বাঁধ, তাতেও সেই সময় তোমার খুব আনন্দ হবে।

দান, কোথায় দিতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা: অমুক ধর্মে এমন বলেছে যে যা কিছু উপার্জন করো তার কিছু শতাংশ দান করবে, পাঁচ-দশ শতাংশ দান করবে, তা সেটা কেমন ?

দাদাশ্রী : ধর্মে দান করতে বাধা নেই, কিন্তু যেখানে ধর্মের সংস্থা আছে আর লক্ষ্মীর(টাকা-পয়সা) ধর্মে সদুপযোগ হয় সেখানে দেবে। দুরুপযোগ হয় সেখানে দেবে না, অন্য জায়গায় দেবে।

পয়সার সদুপযোগ হয়, তার বিশেষ ধ্যান রাখবে। নাহলে তোমার কাছে অধিক পয়সা হয়ে যাবে তাতে সে তোমাকে অধোগতিতে নিয়ে যাবে, এইজন্য সেই পয়সার সদুপযোগ করে ফেলবে। কিন্তু ধর্মাচার্যদের পয়সা নিতে হয় না।

ঘোরাও লক্ষ্মীকে, ধর্মের প্রতি

পয়সা সামলানো, এ তো খুব মুস্কিল! তার থেকে কম রোজগার করবে সেটা ভাল। এখানে কেউ বারো মাসে দশ হাজার রোজগার করে আর এক হাজার ভগবানের কাছে রাখে, তাতে কোন *উপাধি* (বাইরে থেকে আসা মানসিক কষ্ট/অপমান) নেই। কেউ লক্ষ লক্ষ দেয়, আর কেউ হাজার দেয়, দুটো একেই রকম, কিন্তু হাজার হলেও কিছু তো দেওয়া উচিত। আমার বলার এটাই যে কিছু দেবে না, এমন করবে না, কম থাকলেও কিছু দেবে আর অধিক হলে ধর্মের দিকে ফিরে গেলে নিজের দায়িত্ব থাকে না, নাহলে বিপদ থাকে। সেটা তো অনেক পীড়া! পয়সা সামলানো এটা খুব কঠিন। গোরু, মোষ সামলানো সহজ, খুঁটিতে বেঁধে দাও তাতে সকাল পর্যন্ত কোথাও চলে যাবে না। কিন্তু পয়সা সামলানো খুব কঠিন, কঠিন, সব *উপাধি*।

কেন টিকে না, লক্ষ্মী ?

প্রশ্নকর্তা : আমি দশ হাজার টাকা মাসে রোজগার করি, কিন্তু আমার কাছে লক্ষ্মী (টাকা-পয়সা) টিকে না কেন ?

দাদাশ্রী : সন ১৯৪২ এর পরের লক্ষ্মী টিকে থাকে না। এই যে লক্ষ্মী সে পাপের লক্ষ্মী, সেইজন্য টিকে থাকে না। এখন থেকে দুই-চার বছর পরের লক্ষ্মী টিকে থাকবে। 'আমি' তো 'জ্ঞানী', তবু লক্ষ্মী আসে, কিন্তু টিকে না। এ তো ইনকমটেক্স ভরা যায়, অতটুকু লক্ষ্মী আসে তাহলেই হলো।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মী টিকে না তো কি করব ?

দাদাশ্রী : লক্ষ্মী টিকে থাকবে এমন হয়ই না, কিন্তু তার রাস্তা বদলে দেওয়া উচিত। সে যে রাস্তায় চলে যায়, তার প্রবাহ বদলে দেবে আর ধর্মের রাস্তায় ঘুরিয়ে দেবে। সে যত সুপথে যাবে, ততই ভালো। ভগবান আসলে তবেই লক্ষ্মী টিকে থাকে, তার বিনা লক্ষ্মী কি করে টিকবে ? ভগবান থাকলে, সেখানে ক্লেশ হয় না আর একা লক্ষ্মী থাকলে ক্লেশ আর ঝগড়া হয়। লোকেরা অনেক লক্ষ্মী উপার্জন করে, কিন্ত সেসব নষ্ট হয় যায়। কোন পুণ্যশালীর হাতে লক্ষ্মী ভাল পথে খরচ হয়। লক্ষ্মী ভাল পথে খরচ হলে, তাকে অনেক বড় পুণ্য বলা হয়।

সন ১৯৪২ এর পরের লক্ষ্মীতে কোন সারই নেই। এখন লক্ষ্মী উচিত জায়গায় খরচ হয় না। উচিত জায়গায় খরচ হয়, তাহলে খুব ভালো বলা হয়।

সাত প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে লক্ষ্মী...

প্রশ্নকর্তা : যেমন ইন্ডিয়াতে কস্তুরভাই লালভাই-এর বংশ আছে, তাতে সেখানে দুই, তিন, চার, প্রজন্ম পর্যন্ত পয়সা চলতে থাকে, তাদের বাচ্চার বাচ্চা পর্যন্ত। যখন কি এখানে (আমেরিকাতে) এমন হয় যে বংশ হয়, কিন্তু খুব বেশী ছয়-আট বছরে সব শেষ হয়ে যায়। পয়সা হলে তা চলে যায় আর না হলে পয়সা এসেও যায়। তাহলে তার কারণ কি হবে ?

দাদাশ্রী : এমন, ওখানে যে পুণ্য হয়, ইন্ডিয়ার যে পুণ্য, সেসব এত আঠালো হয় যে যতই পরিস্কার কর, তবুও যায় না আর পাপ ও এমন আঠালো হয় যে পরিস্কার করতে থাক তবুও যায় না। সেইজন্য বৈষ্ণব হোক অথবা জৈন, তার পুণ্য এত মজবুত হয় যে পরিস্কার করতে থাকে তবুও যায় না। যেমন কি পেটলাদ-এর দাতার সেঠ, রমণ লাল সেঠের সাত-সাত প্রজন্ম পর্যন্ত সম্পন্নতা ছিল। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে-খুঁড়ে লোককে ধন দান করত, তবুও কখনো কম হয় নি। সে অত্যধিক পুণ্য বেঁধেছিল, *সচোট* (সঠিক)। আর পাপও এমন *সচোট*

বেঁধেছিল, সাত-সাত বংশজ পর্যন্ত দারিদ্র্য যেত না। অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করত, অর্থাৎ এক্সেস (আধিক্য) ও হয় আর মীডিয়াম (মধ্যম) ও হয়।

এখানে আমেরিকাতে উপচে ও ওঠে আবার বসেও যায় আর আবার উপচে ওঠে। বসে যাওয়ার পর, আবার উপচে ওঠে। এখানে বিলম্ব হয় না আর ওখানে ইন্ডিয়াতে বসে যাওয়ার পর আবার উপচে ওঠতে অনেক সময় লেগে যায়। সেইজন্য ওখানে সাত-সাত বংশজ পর্যন্ত চলে। এখন সব পুণ্য কম হয়ে গেছে। কারণ কি হয় ? কস্তুরভাই-এর ওখানে জন্ম কে নেবে ? তখন বলে, এমন পুণ্যশালী যে তার মতোই হবে সেই ওখানে জন্ম নেবে। তাহলে তার ওখানে কে জন্মেছে ? তেমনই পুণ্যশালী আবার ওখানে জন্ম নেয়। ওখানে কস্তুরভাই-এর পুণ্য কাজ করে না। সে আবার পরে তেমন কেউ আসলে তার পুণ্য। সেই জন্য বলা হয় কস্তুরভাই-এর বংশজ আর আজ তো এমন পুণ্যশালী কোথায় আছে ?! এখন এই বিগত পঁচিশ বছরে এমন কেউ বিশেষ নেই।

না হলে নর্দমাতে প্রবাহিত হয়ে যাবে

পূর্বে তো লক্ষ্মী পাঁচ প্রজন্ম টিকত, তিন প্রজন্ম তো টিকত। এখন তো লক্ষ্মী এক প্রজন্ম ও টিকে না। এই কালের লক্ষ্মী কেমন ? এক প্রজন্ম ও টিকে না। তার উপস্থিতেই আসে আর তার উপস্থিতিতেই চলে যায়, এমন এই লক্ষ্মী। এ তো পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী। অল্প-স্বল্প পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী থাকলে, তোমাকে এখানে আসার প্রেরণা দেবে। এখানে মিলিয়ে দেবে আর তোমাকে দিয়ে এখানে খরচ করাবে। ভালো রাস্তায় লক্ষ্মী যাবে, নতুবা সব মাটিতে মিশে যাবে। সব নর্দমায় চলে যাবে। এই বাচ্চারা আমাদেরই লক্ষ্মী ভোগ করে তো আর যদি আমরা বাচ্চাকে বলি কি তুমি আমার লক্ষ্মী ভোগ করছ, তখন সে বলবে, 'আপনার কি করে ? আমি আমারই ভোগ করছি।' এমন বলবে। সেইজন্য নর্দমাতেই গেল না সব !

অতিরিক্ত প্রবাহিত কর, ধর্মের জন্য

এখানে তো লোকসংজ্ঞা থেকে অন্যের দেখে শেখে। কিন্তু যদি জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তো সে বলে যে 'না, কেন এই গর্তে এভাবে পড়েছ ?' এই দুঃখের গর্ত থেকে বেরিয়ে আবার এই পয়সার গর্তে পড়েছ ? বেশী হলে ধর্মে দিয়ে দাও, এখান থেকে। সেটাই তোমার হিসাবে জমা হবে। আর এটা ব্যাঙ্কে জমা হয় না। আর তোমার কোন বাধা আসবে না। যে ধর্মের জন্য দেয়, তার বাধা আসে না।

তার প্রবাহ পরিবর্তন কর

শুভ সময়ে তো এই এক ধর্ম-ই তোমাকে সহায় করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেইজন্য ধর্মের প্রবাহে লক্ষ্মীকে যেতে দেবে। কেবল এক সুষম কালে (যখন তীর্থঙ্কর ভগবান হাজির থাকেন) লক্ষ্মী মোহ করার যোগ্য ছিল। সেই লক্ষ্মী তো আসে নি ! এখন এই সেঠদের হার্টফেল আর ব্লাড প্রেশার কে করায় ? এই কালের লক্ষ্মী-ই করায়।

পয়সার স্বভাব কেমন ? চঞ্চল , আসে আর একদিন ফিরে চলে যায়। সেইজন্য পয়সা অন্যের ভালোর জন্য খরচ করা উচিত। যখন তোমার খারাপ সময় আসবে, তখন অন্যকে দেওয়া থাকলে, সেই তোমাকে সহায়তা করবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই বুঝে নেওয়া দরকার। পয়সার সৎব্যবহার তো করতেই হয় কি না ?

চারিত্রে নির্মল হলে সম্পূর্ণ সংসার জয় করে নেবে। তার পর যা ইচ্ছা খাবে, আর বেশী হলে অন্যকে খাওয়াবে। আর কি করার আছে ? সাথে কি নিয়ে যেতে পারবে ? যে ধন অন্যের জন্য খরচ করেছ, ততটুকুই তোমার। সেইটুকুই সামনের ভবের জমা রাশি। সেইজন্য কেউ যদি সামনের ভবের জন্য রাশি সঞ্চয় করতে চায় তাহলে অন্যের জন্য খরচ করবে। আর অন্য জীব, তাতে যে কোন জীব, আর সে কাক হলেও, সে যদি একটু চেখে ও যায়, তাহলেও সেটা তোমার জমা পুঁজি। কিন্তু তুমি আর তোমার বাচ্চারা খেলে সেটা

তোমার জমা পুঁজি না। সে সব নর্দমায় গেছে। কিন্তু নর্দমায় যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না, কারণ সেটা অনিবার্য। তারজন্য কোন ছুট আছে কি ? কিন্তু সাথে-সাথে বুঝে নিতে হবে যে অন্যের জন্য খরচ হয় নি, সেই সব নর্দমাতেই যায়।

মানুষ কে না খাওয়ালেও যদি কাককে খাওয়াও, পাখিকে খাওয়াও, সবাইকে খাওয়াও তাহলে সেসব অন্যের জন্য খরচ করা মানা হবে। মানুষের খাবার থালার মূল্য তো অনেক বেড়ে গেছে কি না ? পাখির থালার মূল্য বিশেষ কিছু না তো ? তাহলে জমা তো ততটা কমই হবে কি না ?

মন খারাপ হয়েছে, সেইজন্য...

প্রশ্নকর্তা : আমি কিছুদিন পর্যন্ত নিজের উপার্জন থেকে ত্রিশ শতাংশ ধার্মিক কাজে দিতাম, কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে। যা যা দিতাম, সেসব এখন দিতে পারি না।

দাদাশ্রী : সেটা তো তোমাকে যা করার তা দুই বছর পরে হলেও আসবেই ! সেখানে কোন কমি হয় না, সেখানে তো স্তুপাকৃত হয়ে আছে। তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে, তাতে কি হবে ?

আসে তো দেবে অথবা দেবে তো আসবে ?

এক জনের বাংলোতে বসে ছিলাম আর তখন ঝড় ওঠে। তাতে দরজা আদি খটাখট-খটাখট করতে শুরু করে। সে আমাকে বলল, 'ঝড় আসছে। দরজা বন্ধ করে দেব ?' আমি বললাম, 'সব দরজা বন্ধ করবে না। ভিতরে আসার একটা দরজা খোলা রাখ আর বাইরে যাওয়া দরজা বন্ধ করে দাও।' তাতে ভিতরে বাতাস কতটুকু আসবে ? ভরাটা খালি হলে, তবে বাতাস ভিতরে ঢুকবে কি না ? না হলে ঝড় যেমনই হোক ভিতরে আসবে না।' তারপর ওকে অনুভব করালাম। তখন সে আমাকে বলে, 'এখন, ভিতরে আসছে না।'

এই ঝড় এমন। লক্ষ্মীকে যদি বাধা দাও তো আসবে না। যতটুকু ভরা আছে ভরা থাকবে। আর এদিক দিয়ে যেতে দেবে তো অন্য দিক দিয়ে আসবে। যদি থামিয়ে রাখ তো যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে। লক্ষ্মীর কাজ ও এরকমই। এখন কোন রাস্তায় যেতে দেবে, সেটা তোমার ইচ্ছার উপর আধারিত, বৌ-বাচ্চার মজা করার জন্য যেতে দেবে না কীর্তির জন্য যেতে দেবে অথবা জ্ঞানদানের জন্য যেতে দেবে অথবা অন্নদানের জন্য যেতে দেবে ? কিসের জন্য যেতে দেবে সেটা তোমার উপর, যদি যেতে দাও তো আরো আসবে। যেতে দেয় না তার কি হয় ? যেতে দিলে আরো আসে না ? হ্যাঁ, আসে।

বদলে যাওয়া প্রবাহের দিশা

কত প্রকারের দান হয়, সেটা তুমি জান ? চার প্রকারের দান হয়। দেখ ! এক আহারদান, দ্বিতীয় ঔষধদান, তৃতীয় জ্ঞানদান, আর চতুর্থ অভয়দান।

প্রথম আহার দান

প্রথম প্রকারের যে দান তা হলো অন্নদান। এই দানের জন্য এমন বলা হয়েছে যে ভাই, যদি এখানে কোন মানুষ আমাদের ঘরে আসে আর বলে, 'আমাকে কিছু দিন, আমি ক্ষুধার্ত।' তখন তাকে বলবে, 'বস, এখানে খাবে। আমি তোমাকে দিচ্ছি।' সেটাই আহার দান। তখন বুদ্ধিমানেরা কি বলে, এই সুস্থ-সবল কে এখন খাওয়ালে, পরে সন্ধ্যাতে তুমি কিভাবে খাওয়াবে ? তখন ভগবান বলে, 'তুই এমন বুদ্ধি লাগাবি না। এই ভাই খাইয়েছে তো সে আজ জীবিত থাকবে। কাল আবার ওকে খাওয়ানোর জন্য অন্য কেউ মিলে যাবে। কালকের চিন্তা আমাদেরকে করতে হবে না। তোমাকে অন্য কোন ঝামেলা করতে হবে না কি কাল সে কি করবে ? কাল ওকে কেউ মিলেই যাবে আবার। তোমাকে এতে চিন্তা করতে হবে না যে সবসময় দিতে পারবে কি না ? তোমার এখানে এসেছে সেইজন্য তুমি তাকে দাও, যতটুকু

তুমি দিতে পার। আজ তো জীবিত থাকবে, বস! আবার কাল ওর অন্য কোন উদয় আসবে, তোমার চিন্তা করার দরকার নেই।

প্রশ্নকর্তা : অন্নদান শ্রেষ্ঠ মানা হয়?

দাদাশ্রী : অন্নদান কে ভালো মানা হয়। কিন্তু অন্নদান কত দেওয়া যায়? চিরকালের জন্য দেয় না তো কেউ। এক প্রহর খাওয়ালেই অনেক হলো। দ্বিতীয় প্রহর আবার মিলে যাবে। কিন্তু আজকের দিন, এক প্রহর জীবিত আছিস না! এখন এতেও লোকেরা অবশিষ্ট টুকুই দেয় কি নতুন বানিয়ে দেয়?

প্রশ্নকর্তা : অবশিষ্ট থাকে সেটাই দেয়, নিজে মুক্ত হয়। অবশিষ্ট থাকে তো কি করবে?

দাদাশ্রী : তবুও তো তার সদুপযোগ করে, আমার ভাই, কিন্তু নতুন বানিয়ে দিলে, তখন আমি বলি যে করেক্ট। বীতরাগীদের ওখানে কোন নিয়ম আছে কি গপ্প চলে?

প্রশ্নকর্তা : না, না, গপ্প চলে?!

দাদাশ্রী : বীতরাগীদের ওখানে চলে না, অন্য সব জায়গায় চলে।

ঔষধদান

আর দ্বিতীয় ঔষধদান, তাকে আহারদান থেকে উত্তম মানা হয়। ঔষধদান থেকে কি হয়? সাধারন স্থিতির মানুষ অসুখে পড়লে হাসপাতালে যায় সেখানে কেউ এসে বলে যে 'আরে, ডাক্তার বলেছে, কিন্তু ঔষধ কেনার পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে নেই। এখন ঔষধ কি করে আনবো? তখন আমরা বলি যে 'এই নাও পঞ্চাশ টাকা ঔষধ-এর জন্য আর দশ টাকা আলাদা।' অথবা আমরা ঔষধ এনে ওকে বিনামূল্যে দিই। আমরা পয়সা খরচ করে ঔষধ এনে ওকে ফ্রি অফ কস্ট (বিনামূল্যে) দিই। তাহলে সে ঔষধ খেয়ে চার-ছয় বছর জীবিত

থাকবে। অন্নদান-এর তুলনায় ঔষধ দানে বেশী ফায়দা। বুঝতে পারছ তুমি ? কোনটাতে ফায়দা বেশী ? অন্নদান ভালো না ঔষধদান ?

প্রশ্নকর্তা : ঔষধদান।

দাদাশ্রী : ঔষধদান কে আহারদান থেকে বেশী মূল্যবান মানা হয়। কারণ কি সে দুই মাস ও জীবিত থাকে। মানুষ কে বেশী সময় জীবিত রাখে। বেদনা থেকে একটু সময় মুক্তি দেয়।

বাকি, অন্নদান আর ঔষধদান তো আমাদের এখানে সহজেই মহিলারা আর বাচ্চারা করে থাকে। সেটা কোন বেশী ব্যয়বহুল দান নয়, কিন্তু করা উচিত। এমন কেউ যদি মিলে যায়, আমাদের এখানে কোন দুখী লোক আসে, তাতে যা তৈয়ার আছে তাই অবিলম্বে দিয়ে দেবে।

উঁচু জ্ঞানদান

আবার তার আগে জ্ঞানদান কে বলা হয়। জ্ঞানদানে পুস্তক ছাপানো, লোককে বুঝিয়ে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যাওয়া আর লোকের কল্যাণ হয় এমন পুস্তক ছাপানো আদি সব জ্ঞানদান। জ্ঞানদান দিলে, ভালো গতি, উচ্চ গতিতে নিয়ে যায় অথবা মোক্ষেও যায়।

সেইজন্য ভগবান জ্ঞানদান কে মুখ্য বস্তু বলেছেন আর যেখানে পয়সার দরকার নেই সেখানে অভয়দানের কথা বলেছেন। যেখানে পয়সার লেন-দেন আছে, সেখানে এই জ্ঞানদানের কথা বলেছেন আর সাধারণ স্থিতিতে, নরম স্থিতির লোককে ঔষধদান আর আহারদান, এই দুই বলেছেন।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু পয়সা বাড়তি আছে তো তার দান করতে হয় কি না ?

দাদাশ্রী : দান তো উত্তম। যেখানে দুঃখ আছে সেখানে দুঃখ কম কর আর দ্বিতীয় সন্মার্গে খরচ করবে। লোকেরা সন্মার্গে যায় এমন জ্ঞানদান করবে। এই জগতে উঁচু জ্ঞানদান! তুমি একটি বাক্য

জানলে তোমার কত বেশী লাভ হয় ! এখন এই বই লোকের হাতে আসলে লোকের কত অধিক লাভ হবে !

প্রশ্নকর্তা : এখন ভালো মত বুঝতে পারছি।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেইজন্য যার কাছে পয়সা অধিক আছে, তার মুখ্যত জ্ঞানদান করা উচিত।

এখন এই জ্ঞান কেমন হওয়া উচিত ? লোকের হিতকারী হয় এমন হওয়া উচিত। হ্যাঁ, ডাকাত দের কথা শোনার জন্য নয়। সে তো নিচে নামায়। সেসব পড়লে আনন্দ তো হয়, কিন্তু নিচে অধোগতিতে যেতে থাকে।

উঁচু থেকে উঁচু অভয়দান

আর চতুর্থ অভয়দান। অভয়দান তো কোন জীব মাত্রের ত্রাস না হয় এমন ব্যবহার করা, সেটাই অভয়দান।

প্রশ্নকর্তা : অভয়দান একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : অভয়দান অর্থাৎ আমাদের দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিত মাত্র দুঃখ না হয়। তার উদাহরণ দিচ্ছি। আমি সিনেমা দেখতে যেতাম, ছোট বয়সে বাইশ-পঁচিশ বছর বয়সে। তখন ফিরে আসতে রাত বারো-সাড়ে বারো বেজে যেত। পায়ে হেঁটে আসতে জুতোর আওয়াজ হত। আমি জুতোয় লোহার নাল লাগাতাম সেইজন্য খট-খট আওয়াজ হত আর রাতে খুব বেশী আওয়াজ হত। রাত্রে কুকুর বেচারারা ঘুমিয়ে থাকতো, ওরা শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকতো, এভাবে কান উঁচু করতো। তখন আমি বুঝে যেতাম বেচারারা আমার জন্য চমকে যাচ্ছে ! আমি কিভাবে জন্ম নিলাম এই পাড়ায় যে কুকুররাও আমার জন্য চমকে যায় ? সেইজন্য আগে থেকেই, দূর থেকেই জুতো খুলে হাতে নিয়ে আসতাম। চুপি চুপি আসতাম, কিন্তু ওদের কে চমকে যেতে দিতাম না। এটা আমার ছোট বয়সের প্রয়োগ। আমার জন্য চমকে যেত কি না ?!

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, তাদের ঘুমের মধ্যেও বাঁধা পড়ে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাতেই সে চমকে যায় কি না, নিজের স্বভাব যায় না। আবার কখনো ঘেউ ঘেউ ও করে, স্বভাব কি না। তার বদলে শুতে দিই, তাতে কি ক্ষতি ? এতে পাড়ার লোকদের তো ঘেউ ঘেউ করে না।

সেইজন্য অভয়দান, কোন জীবের কিঞ্চিতমাত্র দুঃখ না হয়, এমন ভাব প্রথম থেকেই রাখলে পরে তা ব্যবহারে আসে। ভাব করলে ব্যবহারে আসে। কিন্তু ভাবই করা না হয় তো ? সেইজন্য একে ভগবান বড় দান বলেছে। এতে পয়সার কোন প্রয়োজন নেই। উঁচু থেকে উঁচু দান এটাই, কিন্তু এটা মানুষের বশে নেই। লক্ষ্মীওয়ালা হয়, তবু এমন করতে পারে না। সেইজন্য লক্ষ্মীওয়ালাদের লক্ষ্মী দিয়েই (দান) পুরো করা উচিত।

অর্থাৎ এই চার প্রকারের দান ছাড়া আর কোন দান হয় না, এমন ভগবান বলেছেন। বাকি সবাই দানের কথা বলে সে সব কল্পনা, এই চার প্রকারের দান হয়। আহারদান, ঔষধদান, তারপর জ্ঞানদান আর অভয়দান। যদি সম্ভব হয় অভয়দানের ভাবনা মনের মধ্যে করে রাখা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অভয়দান থেকে এই তিন দানই বেরিয়ে আসে, এই ভাব থেকে ?

দাদাশ্রী : না, এমন হয় যে অভয়দান তো মহান লোকেরা করতে পারে। যার কাছে লক্ষ্মী না হয়, এমন সাধারণ মানুষ ও এটা করতে পারে। মহান লোকের কাছে লক্ষ্মী থাকুক কি না থাকুক। সেইজন্য লক্ষ্মীর সাথে তার ব্যবহার না হলেও কিন্তু অভয়দান তো অবশ্য করতে পারে। আগে লক্ষ্মীপতি অভয়দান করতেন কিন্তু এখন সে এসব করতে পারে না, তারা এখন কাঁচা। লক্ষ্মী-ই উপার্জন করছে, তাও অন্যকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে !

প্রশ্নকর্তা : ভয়দান কি ?

দাদাশ্রী : না, এমন বলা যায় না। এমন করেও জ্ঞানদানে খরচ করে তো ! ওখান থেকে এভাবে যা ই করে আসুক না কেন, কিন্তু এখানে জ্ঞানদানে খরচ করে সেটা উত্তম, এমন ভগবান বলেছেন।

জ্ঞানীই দেয় এই দান

সেইজন্য শ্রেষ্ঠ দান অভয়দান। দুই নম্বরে জ্ঞানদান। অভয়দানকে ভগবান ও প্রশংসা করেছেন। প্রথমে, তোমার থেকে কেউ ভয়-ভীত না হয় এমন অভয়দান দেবে। দ্বিতীয় জ্ঞানদান, তৃতীয় ঔষধদান, আর চতুর্থ আহারদান।

জ্ঞানদান থেকেও শ্রেষ্ঠ অভয়দান। কিন্তু লোকে অভয়দান দিতে পারেনা তো ! সেই জ্ঞানী একাই অভয়দান দেয়। জ্ঞানী আর জ্ঞানীর পরিবার তাঁরাই আভয়দান দেয়। জ্ঞানীর ফলোয়ার্স (অনুগামী) হয়, সে অভয়দান দেয়। কারো ভয় না লাগে সেভাবে থাকে। সামনের জন ভয় রহিত থাকে সেইভাবে ব্যবহার করে। কুকুর ও ক্ষিপ্ত না হয় এমন তাঁহার ব্যবহার হয়। কারণ কাউকে দুঃখ দিলে নিজের ভিতরেই পৌঁছাবে। সামনের জনকে দুঃখ দিলে নিজের ভিতরেই পৌঁছাবে। সেইজন্য আমাদের থেকে যে কোন জীবের কিঞ্চিতমাত্র ভয় না হয় সেইভাবে থাকবে।

'লক্ষ্মী' তিনটিতেই আছে

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কি লক্ষ্মীদানের কোন স্থানই নেই ?

দাদাশ্রী : লক্ষ্মীদান, সে জ্ঞানদানে এসে গেছে। এখন তুমি পুস্তক ছাপাবে তো, লক্ষ্মী তাতেই এসে যাবে, সেটাই জ্ঞানদান।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মী দ্বারাই সব হয় কি না ? অন্নদান ও লক্ষ্মী দ্বারাই দেওয়া হয় কি না ?

দাদাশ্রী : ঔষধ দেবার হয় তাহলেও আমরা একশো টাকার ঔষধ এনে তাকে দিই তবে না ? অর্থাৎ লক্ষ্মী তো সব কিছুতেই খরচ

করতেই হয়। লক্ষ্মীর এমন ভাবে দান হয় তাহলে সেটা সব থেকে ভালো।

সেসব কিভাবে দেওয়া যায় ?

প্রশ্নকর্তা : সেইজন্য দানে লক্ষ্মীর প্রত্যক্ষ বর্ণনা নেই।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সরাসরি দিতেও হয় না। এইভাবে দাও যেমন জ্ঞানদান রূপে অর্থাৎ পুস্তক ছাপিয়ে দাও অথবা ভোজন করার জন্য তৈয়ারি করে দাও। সরাসরি লক্ষ্মী দেবার কথা কোথাও বলেন নি।

স্বর্ণ দান

প্রশ্নকর্তা : আমাদের ধর্মে বর্ণনা আছে যে পূর্বে তো স্বর্ণ দান করা হত, তাকেও লক্ষ্মীই বলা হয় না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সে স্বর্ণ মুদ্রার দান ছিল, সে তো অমুক প্রকারের লোককে দেওয়া হতো। সে সবাই কে দেওয়া হতো না। স্বর্ণ দান তো অমুক শ্রমণ ব্রাহ্মণদেরকে যাদের মেয়ের বিয়ে আটকে আছে। দ্বিতীয়, সংসার চালানোর জন্য তাদের সবাইকে দেওয়া হতো। বাকি অন্য সবাইকে স্বর্ণ দান করা হতো না। ব্যবহারে থাকলে, শ্রমণ হয়, তাদেরকেই দেওয়া উচিত। শ্রমণ অর্থাৎ যে কারো কাছ থেকে চাইতে পারে না। ঐ সময় খুব ভালো রাস্তায় ধন খরচ হতো। এটা তো এখন ঠিক আছে। ভগবানের মন্দির বানানো হয় কি না, সে ও 'আঁন'-এর পয়সায় বানানো হয়। এই যুগের প্রভাব কি না!

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে...

প্রশ্নকর্তা : বিদ্যাদান, ধনদান, এই সব দানের মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন দান শ্রেষ্ঠ ? অনেক সময় এতে দ্বিধা উৎপন্ন হয় ?

দাদাশ্রী : বিদ্যাদান কে উত্তম মানা হয়। লক্ষ্মী থাকলে বিদ্যাদানে, জ্ঞানদানে লক্ষ্মী দেওয়া উচিত। জ্ঞানদান অর্থাৎ পুস্তক ছাপানো অথবা দ্বিতীয়-তৃতীয় এরকম কিছু করবে। জ্ঞানের প্রসার

কিভাবে হবে ? তার জন্য পয়সা খরচ করা উচিত। লক্ষ্মী থাকলে আর লক্ষ্মী না থাকলেও অভয়দানের উপযোগ করা উচিত। কারো ভয় নালাগে সেইভাবে সামলে চলা উচিত। কারো দুঃখ না হয়, ভয় না হয় তাকে অভয়দান বলা হয়।

দানের বিষয়ে লোকেরা নাম উপার্জনের জন্য দান দেয়, সেটা যোগ্য নয়। নাম উপার্জনের জন্য লোকেরা স্মৃতিস্থম্ভ খাড়া করে তো ! স্থম্ভ কারো থাকে না আর এখানে দেওয়া কখন সাথে আসে ? বিদ্যার প্রসার হয়, জ্ঞানের প্রসার হয়, তাহলে সেসব নিজের সাথে আসে।

উপযোগী হলে সেই পুস্তক কাজের

প্রশ্নকর্তা : ধর্মের লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছাপানো হয়, কিন্তু কেউ পড়ে না ?

দাদাশ্রী : সেটা ঠিক। তোমার এই কথা সত্য। কেউ পড়ে না। যেমন তেমনই সব পুস্তক পড়ে থাকে। যা পড়া হয় তেমন পুস্তক হলে কাজের। তোমার কথাটা ঠিক। এখন কেউ পুস্তক পড়ে না। শুধু ধর্মের পুস্তকই ছাপাতে থাকে। ওই মহারাজ কি বলে ? আমার নামে ছাপাও। সেই মহারাজ নিজের নাম লেখায়। নিজের দাদাগুরুর নাম লেখায়। অর্থাৎ আমার দাদা সে ছিল, তার দাদার দাদা আর তার দাদা... সেখান পর্যন্ত পৌঁছায়। লোকেরা কীর্তি উপার্জন করতে চায় আর তার জন্য ধর্মের পুস্তক ছাপায়। ধর্মের পুস্তক এমন হওয়া উচিত যে তার জ্ঞান আমাদের কাজে লাগে, এমন পুস্তক হয় তবেই মানুষের কাজে আসবে। এমন পুস্তক ছাপাবে যেসব কাজের, না হলে শুধু ঘোরাঘুরি করার কি অর্থ ? আর সেসব ও সবাই পড়ে না। একবার পড়ে রেখে দেয়। তারপর কেউ পড়ে না আর একবার ও কেউ পুরো পড়ে না। লোকের কাজে আসে এমন ছাপালে তবে আমাদের পয়সার সদুপযোগ হয় আর তবেই তো তার পুণ্য হয়, পয়সা শুদ্ধ হলে তবেই ছাপানো যায়, নাহলে ছাপানো যায় না ! এমন সংযোগ হয় না ! পয়সা তো আসবে আর যাবে আর ক্রেডিট কখনো ডেবিট না হয়ে থাকবে

না। তোমার ওখানে কেমন নিয়ম আছে ? ক্রেডিট হতে থাকে না ডেবিট ও হয় ?

প্রশ্নকর্তা : দুটো দিকই আছে।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ সবসময় ক্রেডিট- ডেবিট-ই হতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : সেটাই হওয়া উচিত।

দাদাশ্রী : কিন্তু তার দুটো রাস্তা আছে। ডেবিট হলে ভালো রাস্তায় যায় অথবা নর্দমাতে যায়। তার মধ্যে এক রাস্তা দিয়ে যায়। সমস্ত মুম্বাই-এর ধন নর্দমাতেই যায় ! সমস্ত ধন-ই নর্দমাতে যায়।

মুম্বাই অর্থাৎ পুণ্যবানদের মেলা

প্রশ্নকর্তা : বড় থেকে বড় দান মুম্বাইতে-ই হয়। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা দানে দেওয়া হয়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এই দান সব কীর্তিদান আর অনেক ভালো বস্তু ও আছে। ঔষধ দান হয়, এমন অনেক ভালো বস্তু আছে। অর্থাৎ অন্য অনেক কিছু আছে মুম্বাইতে।

প্রশ্নকর্তা : তাদের সকলের লাভ মিলে কি না ?

দাদাশ্রী : অনেক লাভ মেলে। তারা তো ছাড়ে না এই লাভ ! এ ছাড়াও এই মুম্বাইতে ধন অনেক বেশী আছে ?! সেইজন্যই তো, এখানে কত হাসপাতাল আছে ! এই মুম্বাই-এর ধন অনেক বেশী, সাগরের সমান ধন আর সেসব সাগরেই যায়।

প্রশ্নকর্তা : মুম্বাইতেই যে লক্ষ্মী মেলে, তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : মুম্বাইতেই যে লক্ষ্মী মেলে ? নিয়মই এরকম যে মুম্বাইতে উত্তম থেকে উত্তম বস্তু আকর্ষিত হয়ে এসে পড়ে।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ভূমির গুণ ?

দাদাশ্রী : ভূমির ই ! মুম্বাইতে সব উত্তম থেকে উত্তম বস্তু আকর্ষিত হয়ে আসে। লঙ্কা ও উচ্চতম, মহান পুরুষ সে ও মুম্বাইতেই হয় আর নীচ থেকে নীচ, অক্ষম মানুষ, সে ও মুম্বাইতে হয়। মুম্বাইতে দুই কোয়ালিটীর-ই আছে। আর গ্রামে খোঁজ কর তো মিলবে না।

প্রশ্নকর্তা : মুম্বাইতে সমদৃষ্টির মানুষ আছে না ?

দাদাশ্রী : সমস্ত পুণ্যবানের মেলা এখানে। পুণ্যবান লোকের মেলা এক প্রকারের। সমস্ত পুণ্যবান এক সঙ্গে আকর্ষিত হয়।

মুম্বাই-এর লোকেরা সব নির্বাহ করে নেয়। তারা সেখানে অন্য কিছু করে না। আর নিজের পায়ের উপর অন্য কারো জুতো এসে গেলে প্লীজ, প্লীজ বলে। মারামারি করে না। প্লীজ, প্লীজ বলে। আর গ্রামে তো মারে । সেইজন্য মুম্বাই-এর লোকদেরকে ডেভ্লপ বলা হয়।

ধন যায়, নর্দমায় !

লোকের ধন তো নর্দমাতেই যাচ্ছে, ভাল রাস্তায় শুধু পুণ্যশালীরই যায় ! ধন নর্দমাতেই যায় কি ?

প্রশ্নকর্তা : সব তো যাচ্ছেই !

দাদাশ্রী : এই মুম্বাইর নর্দমায় অনেক বেশী ধন, দলেদলে ধন চলে গেছে। কেবল মোহের, মোহের বাজার তো ! দ্রুত ধন চলে যায়। ধনই ভেজাল কি না ! ধন ও শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ ধন হলে ঠিক পথে খরচ হয়।

এখন সমস্ত বিশ্বের ধন নর্দমায় যাচ্ছে। এই নর্দমার পাইপ চওড়া করা হয়েছে, সেটা কিসের জন্য যে ধন যাবার জন্য জায়গা চাই তো ? উপার্জন করা সব খেয়ে-দেয়ে, প্রবাহিত হয়ে নর্দমায় চলে যায়। এক পয়সা ও সত্য পথে যায় না আর যে পয়সা খরচ করে, কলেজে দান দিয়েছে, ফলানায় দিয়েছে, সেই সব ইগোইজম ! ইগোইজম ছাড়া পয়সা গেলে তাকে শুদ্ধ বলা হয়। বাকি এখানে তো অহংকারকে

পোষণ মিলতে থাকে, কীর্তি মিলতে থাকে আরামে ! কিন্তু কীর্তি পাওয়ার পর তার ফল আসে। আবার সেই কীর্তি যখন উল্টে যায় তখন কি হয় ? অপকীর্তি হয়। তখন উপাধি আর উপাধি হয়। তার বদলে কীর্তির আশা রাখাই উচিত নয়। কীর্তির আশা রাখলে, তখন অপকীর্তি আসে কি না ? যার কীর্তির আশা নেই, তার অপকীর্তি আসবেই বা কেন ?

সৎ পথে খরচ কর

পয়সা তো খালিও হয়ে যায় আর ঘড়া ভরেও যায়। শুভ কাজের জন্য অপেক্ষা করবে না। শুভ কাজে খরচ করবে, না হলে লোকের ধন তো নর্দমায় গেছে। মুম্বাইতে লোকের কোটি কোটি টাকা নর্দমায় চলে গেছে, ঘরে খরচ করেছে, অন্যদের জন্য খরচ করা হয় নি সেই সব নর্দমায় চলে গেছে। তাতে এখন অনুশোচনা করছে । আমি বলি যে নর্দমায় গেছে, তখন বলে কি 'হ্যাঁ, এমনই হয়েছে।' তাহলে *মুয়া* প্রথম থেকেই সাবধানে থাকা উচিত ছিল না ?! এখন আবার আসলে তখন সাবধানে থাকবি। তখন বলে, 'হ্যাঁ, আবার এমন কাঁচা পড়বো না।' আবার তো আসবেই কি না ! ধন তো কম-বেশী হবে। কখনো দুই বছর খারাপ যায়, আবার পাঁচ বছর ভালো যায়, এমন চলতেই থাকে। কিন্তু শুভ রাস্তায় খরচ করলে, সেটা তো কাজে আসবে কি না ? সেইটুকুই নিজের, বাকি সব পরের।

এত সব উপার্জন করেছ কিন্তু গেল কোথায় ? নর্দমায় !! ধর্মের জন্য দিয়েছ ? তখন বলে, সেই পয়সা তো মিলেই না, জমা হয়ই না তো দেব কোথা থেকে ? তাহলে ধন কোথায় গেল ? এটা তো কে চাষ করে আর কে খায় ? যে উপার্জন করে তার ধন নয়। যে খরচ করে তার ধন। সেইজন্য নতুন ওভারড্রাফট পাঠালে সেটা তোমার। না পাঠালে তা তুমি জান !

দান অর্থাৎ রোপণ করে কাটো

প্রশ্নকর্তা : আত্মা আর দানের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই তাহলে

এই দান করা আবশ্যক কি না ?

দাদাশ্রী : দান মানে কি যে দিয়ে নাও। এই জগত প্রতিধ্বনি স্বরূপ। সেইজন্য তুমি যা করবে তেমন প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে, তার সুদ সহিত। সেইজন্য তুমি দাও আর নাও। এইসব বিগত অবতারে দিয়েছিলে, ভাল কাজে পয়সা খরচ করেছিলে, এমন কিছু করেছিলে, তার ফল আমাদের এখন মিলছে। এখন আবার এমন না কর তো অস্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা খেত থেকে গম তো নিয়ে এসেছি চারশো মন, কিন্তু ভাই তার পঞ্চাশ মন রোপণ করতে না গেলে কি হবে !?

প্রশ্নকর্তা : তাহলে অঙ্কুরিত হবে না।

দাদাশ্রী : এমন এই সব। সেইজন্য দেবে। তার প্রতিধ্বনি হবেই, ফিরে আসবে, অনেক গুন হয়ে। বিগত অবতারে দিয়েছিলাম, সেইজন্যই তো আমেরিকায় আসতে পেরেছি, না হলে আমেরিকায় আসা সহজ কি ?! কত পুণ্য করলে, তবেই প্লেনে বসতে মিলে, কত লোক তো প্লেন দেখেই নি।

লক্ষ্মী ওখানেই ফিরে আসে

আপনার ঘর প্রথমে শ্রীমন্ত ছিল না ?

প্রশ্নকর্তা : এই সব পূর্বকর্মের পুণ্য !

দাদাশ্রী : কত অধিক লোককে হেল্প করেছ হয়তো তাতেই লক্ষ্মী আমাদের এখানে আসে, না হলে লক্ষ্মী তো আসে না ! যার নিয়ে নেব এমন ইচ্ছা আছে, তার কাছে লক্ষ্মী আসে না। আসলেও চলে যায়, থাকে না। যেমন-তেমন করেই হোক নিতে হবে, তার ওখানে লক্ষ্মী আসে না। লক্ষ্মী তো যার দেবার ইচ্ছা আছে তার কাছেই আসে। যে অন্যের জন্য রগড়ায়, ঠকে, নোবেলিটি (উন্নতচরিত্র) রাখে, সেখানেই আসে। চলে গেছে এমন মনে হয়, কিন্তু এসে আবার ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দেখবে ! দান থেকে না যায়

সে আসবে তবেই দেওয়া যাবে কি না ! আর কিছু না হয় তো মনে কি বিচার হয়, জান ? যখন নিজের কাছে আসবে তখন দেবো। আর আসে তখন বান্ডিল আলাদা করে রেখে দেয় ! তা না হলে মানুষের স্বভাব কেমন হয়েছে এখন, এখন দেড় লাখ আছে, দুই লাখ পুরো হলে দেব। আর যেমন তেমনই থেকে যায়। এসব কাজে তো চোখ বন্ধ করে দিয়ে দিলে সেটাই সোনা।

প্রশ্নকর্তা : দুই লাখ হয়ে যাক, তখন (সেটা) খরচ করব, এমন বলা মানুষ এমন করতে-করতেই চলে যায় তো ?

দাদাশ্রী : সে চলে যায় আর থেকেও যায়। থেকে যায় কিন্তু কিছু হয় না। জীবের স্বভাবই এমন। তারপর না হলে তখন বলে 'আমার কাছে আসলে তুরন্ত দিয়ে দিতে হবে !' আসলে তুরন্ত দিয়ে দিতে হবে। যখন আসে তখন এই মায়া জড়িয়ে ফেলে।

এখন আছে তো কোন লোকে ষাট হাজার টাকা ফিরিয়ে দেয় না, তখন বলে, চলবে এখন। চল কিছু আছে, আমাদের ভাগ্যতে ছিল না। ওখানে ছাড়া পাবে, কিন্তু এখানে ছাড়া পাবে না। মানুষের স্বভাবই এমন। মায়া তাকে জড়িয়ে রাখে। সে সাহস করে তবেই দেওয়া হয়। সেইজন্য আমি বলি যে 'কিছু কর' তাহলে মায়ায় জড়াবে না। ফুল না হলে ফুলের পাপড়ি। তাতেও এক আঙ্গুলের আধার দেওয়ার দরকার, নিজের-নিজের সামর্থ্য অনুসারে। অসুস্থ মানুষ কে এভাবে সাহায্য করতে কি অসুবিধা।

সাচ্চা দানবীর

কখনো কম পড়ে না, তারই নাম লক্ষ্মী। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে-খুঁড়ে ধর্মের জন্য দেয়, তবুও কম পড়ে না, তাকেই লক্ষ্মী বলে। এ তো ধর্মে দেয় তাতে বারো মাসে দুই দিন দিয়েছে, তাকে লক্ষ্মী বলেই না। একজন দানবীর সেঠ ছিল। এই দানবীর নাম কিভাবে পড়ল ? তাদের

ওখানে সাত পুরুষ ধরে ধন দিয়েই আসছে। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে দিত যে আসতো তাকেই। আজ ফলানা আসে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তাকে দেয়। কোন ব্রাহ্মণ আসে তাকে দেয়। কারো দুই হাজারের দরকার তাকে দেয়। সাধু-সন্তের জন্য জায়গা বানিয়েছিল, ওখানে সব সাধু-সন্তদের জন্য খাবার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ জবরদস্ত দান চলতো, সেইজন্য দানবীর বলা হত। আমি এইসব দেখেছি। প্রত্যেক কে দিতে থাকতো, সাথে-সাথে ধন বাড়তে থাকে।

ধনের স্বভাব কেমন ? যদি কোন ভাল জায়গায় দানে যায় তাহলে অনেক বেশি বেড়ে যায়, এমন ধনের স্বভাব। আর যদি পকেটমারী কর তাহলে তোমার ঘরে কিছু থাকবে না। এই সব ব্যবসায়ীদের জড়ো করে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ভাই! আপনার কেমন চলছে ? ব্যাঙ্কে দুই হাজার তো হবে কি না ? তখন বলবে কি মহাশয়, বারো মাসে লাখ টাকা এসেছে, কিন্তু হাতে কিছুই নেই। এর থেকে প্রবাদ বাক্য হয়েছে যে চোরের মা ঘরে মুখ ঢেকে কাঁদে! ঘরে কিছুই থাকে না তো, সে কাঁদবেই তো!

লক্ষ্মীর প্রবাহ দান আর যে সাচ্চা দানী, সে প্রাকৃতিক রূপেই এক্সপার্ট হয়। মানুষকে দেখেই বুঝে যায় যে ভাই একটু কেমন লাগছে। তাতে সে বলবে ভাই মেয়ের বিয়ের জন্য নগদ টাকা পাবে না, তোর যা কিছু কাপড়-চোঁপড় চাই, অন্য যা কিছু চাই, নিয়ে যা। আর বলবে মেয়েকে এখানে নিয়ে আয়। তারপর মেয়েকে কাপড় - গয়না সব দিয়ে দেয়। আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টি নিজের ঘর থেকে পাঠিয়ে দেয়, এইভাবে আচার-ব্যবহার সব সামলে নেয়। কিন্তু বুঝে যায় যে এ *নংগোড়*(বেশরম)। নগদ হাতে দেওয়ার মতো নয়। অর্থাৎ দান দাতা অনেক এক্সপার্ট হয়।

দান কাকে দিতে হয় ?

তুমি কোন গরীবকে টাকা দিলে আর খুঁজতে গেলে তো দেখবে

ওর কাছে পৌনে লাখ টাকা পড়ে আছে। কারণ এই লোকেরা গরীবি-র নামে টাকা জমা করে ? সব ব্যবসাই চলছে। দান কোথায় দিতে হয় ? যারা চাইতে পারে না আর ভিতরে দুঃখ পেতে থাকে, আর নত হয়ে চলে, তারা সাধারন লোক, তাদেরকে দিতে হয়। তাদের অনেক সমস্যা, এই মধ্যবিত্তদের !

দান বিবেচনা সহিত

এক জনের জ্ঞান হয়। কি জ্ঞান হয় ? এই লোক গুলো ঠান্ডায় মরে যাবে। এখানে ঘরের ভিতরে ঠান্ডায় থাকা যাচ্ছে না। হিম পড়বে আর এই ফুটপাতওয়ালাদের কি হবে ? এমন তার জ্ঞান হয়, একে এক প্রকারের জ্ঞানই বলা হবে কি না ! জ্ঞান হয় আর তার সংযোগ ও ঠিক ছিল। ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, সেইজন্য, একশো-সওঁয়াশো কম্বল নিয়ে আসে, হালকা কোয়ালিটীর ! আর, পরের দিন সকাল চারটার সময় গিয়ে যারা ওখানে শুয়ে ছিল তাদের সবাইকে দিয়ে আসে। আবার পাঁচ-সাত দিন পরে ওখানে গিয়ে দেখে কম্বল-টম্বল কিছুই নেই। সব নতুন কম্বল বিক্রি করে তারা টাকা নিয়ে নিয়েছে।

সেইজন্য আমি বলি এভাবে দেওয়া উচিত নয়। এভাবে দিতে হয় কি ? তাদের কে তো সেলে কম মূল্যে হাটে পুরানো কম্বল পাওয়া যায় না, তা এনে দেবে। কোন বাপ ও তাদের থেকে কিনে নেবে না। আমরা তাদের জন্য সত্তর টাকার বাজেট বানিয়েছি তো সত্তরের একটা কম্বলের বদলে, পুরানো তিনটে মিলে তো তিনটাই দেবে। তিনটে গায়ে দিয়ে শুয়ে পরবি, কোন বাপ ও নেওয়ার জন্য মিলবে না।

অর্থাৎ এই কালে দান দিলে ও অনেক ভেবে চিন্তে দেবে। পয়সা মূলত স্বভাবে দোষ যুক্ত হয়। দান দেবার জন্য ও অনেক বিচার করলে তবেই দান দিতে পারবে, নাহলে দান ও দিতে পারবে না। আর আগে শুদ্ধ টাকা ছিল, তখন যেখানেই দেবে সেখানেই শুদ্ধ দান হত।

এখন নগদ টাকা দেওয়া যায় না, কোথাও থেকে খাবার জিনিস কিনে বিতরণ করে দেবে। মিষ্টি নিয়ে এসেছ তো তাই বিতরণ করে

দেবে। মিষ্টির প্যাকেট দিলে মিষ্টিওয়ালাকে বলবে আধা দাম দিয়ে দিন! এখন এই দুনিয়ার কি করবে? শান্তিতে চিড়ে, মুড়ি, অন্যকিছু আর পকোড়া নিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে দেবে। নাও ভাই! অসুবিধা কি? আর এই দই নিয়ে যা। কিসের জন্য ভেঙ্গে দিলে বলবে। তার শঙ্কা না হয় সেইজন্য। দই ও নিয়ে যা। দই বড়া তৈয়ার হয়ে যাবে তোর জন্য। আরে! কি করবে তাহলে? এইসব কিছু তো হওয়া চাই?

এইসব তো পৌঁছাতে পারবে এমন না। আর চাইতে আসলে তখনো দেবে, ঠিক। কিন্তু নগদ দেবে না, অন্যথা দুরুপযোগ হবে এই সবের। আমাদের দেশেই আছে এইসব। এই ইন্ডিয়ান পাজলকে (হেঁয়ালি) কেউ সমাধান করতে পারবে না এই সংসারে!

এসব কিভাবে? এসব কি? এটা সমাধান করতে যাও যে ভাই আমাদের এখানে এইসব কি? এই যে কম্বল দানে দিয়েছিলাম, সেসব কোথায় গেল? তার খোঁজ কর। তখন কেউ বলবে সি.আই.ডি. কে আনো। আরে এটা সি.আই.ডির কাজ নয়। আমি তো এটা বিনা সি.আই.ডি ধরে ফেলব। এই পাজল ইন্ডিয়ান পাজল। তোমাদের দ্বারা সমাধান হবে না। তোমাদের দেশে সি.আই.ডি ধরে আনে। আমাদের দেশের লোকেরা কি করে, সেটা আমি জানি, ভাই! পরের দিন যাও ব্যবসায়ীর ওখানে।

সেইজন্য পয়সার বরকত (বাড়-বাড়ন্ত) কবে আসবে? কিছু নিয়ম হওয়া উচিত অথবা নীতি হওয়া উচিত! কাল বিচিত্র এখন। তাতে সাধারণ নীতি হওয়া উচিত কি না? এমনিই কি করে চলে?

সব বিক্রি করে খায় তারপর মেয়েদের ও বিক্রি করে খায়। লক্ষ্মীর জন্য মেয়েকে ও বিক্রি করে। সেখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে শেষে! আরে, এমন করতে হয় না!

দানে নগদ টাকা দিতে হয় না। তার ভরণ-পোষণের জন্য হেল্প করবে। ব্যবসাতে লাগাবে। হিংসক মানুষকে টাকা দিলে সে হিংসা বেশী করবে।

ন, পরন্তু উপযোগপূর্বক

পয়সা খরচ হয়ে যাবে এমন জাগৃতি (জাগরণ) রাখা উচিত নয়। যে সময় যা খরচ হয় সেটাই ঠিক। সেই জন্য পয়সা খরচ করতে বলা হয়েছে যাতে লোভ চলে যায় আর বার-বার দিতে পারে।

উপযোগ মানেই জাগৃতি। আমরা শুভ কাজ করি, দান দিই, এই দান কেমন ? জাগৃতিপূর্বক যাতে লোকের কল্যাণ হয়। কীর্তি-নাম যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয়, সেইজন্য গুপ্ত রূপে দেওয়া হয়। এটাকে জাগৃতিপূর্বক বলা হয়! একে উপযোগপূর্বক বলা হয়। অন্যরা তো নাম না ছাপালে পরের বার দেবেই না।

এমন হয়, শুভমার্গে ও জাগৃতি কখন বলা হয় ? এই ভবে আর পরের ভবে ও লাভদায়ী হয়, এমন শুভ হয়, তখন তাকে জাগৃতি বলা হয়। অন্যথা সে দান করে, সেবা করে, কিন্তু ভবিষ্যতের জাগৃতি তার কিছুই হয় না। জাগৃতিপূর্বক সব ক্রিয়া করে তো সামনের জন্মের হিত হয়, অন্যথা নিদ্রাতেই সব যায়। এই যে দান করছে, সেই সব নিদ্রাতেই যাবে! জাগৃতিতে চার আনায় যায় তো অনেক হয়ে গেল! কেউ দান দেয় আর ভিতরে এখানের কীর্তির ইচ্ছা রাখে, তাহলে সেই সব নিদ্রায় গেল। আগত ভবের হিতের জন্য যে দান এখানে দেওয়া হয় তাকেই জাগৃতি বলা হয়। হিতাহিতের ভান অর্থাৎ নিজের হিত কোথায় আর নিজের অহিত কোথায় সেই অনুসারে জাগৃতি রাখে সেটাই! আগামী জন্মের কোন ঠিকানা নেই আর এখানে দান করে, তাকে জাগৃতি কি ভাবে বলা যায় ?

এভাবে অন্তরায় পড়ে

এই ভাই কাউকে দান দিচ্ছে, সেখানে কোন বুদ্ধিমান যদি বলে যে, 'আরে, একে কেন দিচ্ছ ?' তখন সেই ভাই বলে 'এখন দিতে দাও না, গরীব আছে।' এভাবে দান দেয় আর সেই গরীব নিয়ে নেয়। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান যে বললো তাতে তার অন্তরায় পড়লো। তাতে তার

দুঃখের সময় কোন দাতা পাবে না। যেখানে নিজে অন্তরায় ফেলে, সেখানেই সেই অন্তরায় কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা : বাণী দ্বারা অন্তরায় ফেলে না, কিন্তু মনের থেকে অন্তরায় ফেলে তো ?

দাদাশ্রী : মন থেকে পড়া অন্তরায় বেশী প্রভাব করে। এ তো পরের অবতারে প্রভাব করে আর এই বাণী থেকে পড়া এই অবতারে প্রভাব করে। বাণী ব্যক্ত হতেই নগদ হয়ে যায়, ক্যাশ হয়। সেইজন্য ফল ও ক্যাশ আসে আর মনে চিত্রিত করলে, তা পরের অবতারে রূপক হিসাবে আসবে।

আর এভাবে যায় অন্তরায়

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এতটাই জাগৃতি রাখতে হয় যে একটুও উল্টা পাল্টা বিচার না আসে।

দাদাশ্রী : এমন করতে পারবে তা নয়। বিচার তো না এসে থাকবেই না। সেসব মুছে ফেলা সেটাই আমাদের কাজ। এমন বিচার না আসে সেটা আমরা স্থির করব, তাকেই নিশ্চয় বলা হয়। কিন্তু বিচারই আসবে না তেমন এখানে চলে না। বিচার তো আসবে কিন্তু বন্ধন পড়ার আগেই মুছে দিতে হবে। তোমার বিচার আসে যে 'একে দান দেওয়া উচিত না।' তোমাকে জ্ঞান দিয়েছি সেইজন্য জাগৃতি আসবে যে আমি মাঝখানে অন্তরায় কেন ফেলছি ? এভাবে আবার তুমি সেটা মুছে ফেল। ডাক বাক্সে চিঠি ফেলার আগে মুছে দিলে কোন অসুবিধা নেই না ! কিন্তু এখানে তো জ্ঞান বিনা কেউ মোছেই না তো ? অজ্ঞানীরা তো মোছেই না ?! উল্টা আমরা যদি ওকে বলি যে 'এমন উল্টা বিচার কেন করছিস ?' তখন সে বলবে যে 'এমন তো করতেই হয়, সেটা তোমার বিবেচনাতে আসবে না।' এভাবে আবার সে তাকে দ্বিগুণ করে বড় করে দেয়। অহংকার সব পাগলামী করে, লোকসান করে, তারই নাম অহংকার। নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারে, তারই নাম অহংকার।

এখন তো আমরা পশ্চাতাপ দ্বারা সব মুছে ফেলতে পারি আর মনে নিশ্চয় করে নেবে যে এমন বলতে হয় না। আর বললে তার জন্য ক্ষমা চাইবে, তাহলে মুছে যাবে। কারণ সেই চিঠি এখনো পোস্ট হয়নি। তার আগেই আমরা বদল করে দিই যে প্রথমে আমরা মনে বিচার করেছিলাম কি 'দান দিতে হয় না।' সেটা ভুল, কিন্তু এখন বিচার করছি যে 'এই দান করা ভাল।' সেইজন্য প্রথমের টা মুছে যাবে।

দান করা, লোকের উপকার করা, অবলাইজিং নেচার রাখা লোকের সেবা করা এই সবকে রিলেটিভ ধর্ম বলা হয়েছে। তাতে পুণ্যের বন্ধন হয়। আর গালা-গালি দিলে, মারামারি করলে, ছিনিয়ে নিলে পাপের বন্ধন হয়। পুণ্য আর পাপ যেখানে আছে, সেখানে রীয়্যাল (যথার্থ) ধর্মই নেই। পাপ-পুণ্য রহিত রীয়্যাল ধর্ম হয়।

পঞ্চম ভাগ অন্যদের জন্য

প্রশ্নকর্তা : আগামী জন্মের পুণ্য উপার্জনের জন্য এই জন্মে কি করতে হয় ?

দাদাশ্রী : এই জন্মে যা টাকা-পয়সা এসেছে তার, পঞ্চম ভাগ ভগবানের ওখানে মন্দিরে দিয়ে দেবে অথবা লোকের সুখের জন্য খরচ করবে। তাতে ততটা ওভারড্রাফ্ট ওখানে পৌঁছাবে ! এখন পূর্ব জন্মের ওভারড্রাফ্টই ভোগ করছ। এই জন্মের পুণ্য, সেসব ভবিষ্যতে আসবে। এখনকার উপার্জন ভবিষ্যতে চলবে।

রেওয়াজ, ভগবানের জন্যই ধর্মে দান

এই মারোয়াড়ী লোকদের ওখানে যাই তখন জিজ্ঞাসা করি, 'ব্যবসা কেমন চলছে ? তখন বলে, 'ব্যবসা তো ভালই চলছে।' লাভ-টাব ?' তখন বলে, 'দুই-চার লাখ তো হয় !' 'ভগবানের ওখানে দান-টান কর ?' 'বিশ-পচ্চিশ প্রতিশত দান দিয়ে আসি ওখানে, প্রত্যেক বছর।' তাকে আর কি বলব ? সে বলে যে ক্ষেতে বপন করবো তবেই দানা বেরোবে তো ! না বপন করে কিসের দানা নিতে যাব ? বপন

করবোই না তো ? এই মারোয়াড়ী লোকদের এখানে এই রেওয়াজ আছে যে ভগবানের কাজে দান করতে হয় । জ্ঞানদান ভগবানে, দুই-তিন জায়গায় দান দেবে আর অন্য দান না, হাইস্কুলে, ফলানা কে, সেখানে না, বস এই একটাই ।

মন্দিরে বা গরীবদের কে ?

প্রশ্নকর্তা : আমরা মন্দিরে গিয়েছিলাম, ওখানে লোকেরা কোটি কোটি টাকা পাথরের পিছনে খরচ করে । আর ভগবান বলেছেন সে জীবন্ত অন্তর্যামী যে প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান । আর জীবন্ত লোকদের বকা-বকি করে । সেই লোকদের কষ্ট দেয় আর এখানে পাথরের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এমন কেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু লোকদের কষ্ট দেয়, সেটা তো তাদের অজ্ঞানতার জন্য কষ্ট দেয়, বেচারাদেরকে ! ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ এর নির্বলতার জন্য !

এই যে পয়সা উপার্জন করতে যায়, ঠিক মত ঘর চলছে তবুও পয়সা উপার্জন করতে যায় । তখন আমরা বুঝতে পারি না যে সে নিজের কোটার (অংশ) পরেও আরো অতিরিক্ত কোটা নেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে ?! জগতে তো সবার কোটা সমান । কিন্তু এই লোভীরা বেশী নিয়ে যায় । সেইজন্য অন্য অমুক লোকদের ভাগে থাকে না । এখন এসব এমনিই অসার গল্প থেকে মিলে না, পুণ্য থেকে মিলে ।

তখন পুণ্য বেশী করেছিলাম, সেইজন্য আমাদের কাছে ধন এসেছে, সেই ধনকে আবার আমরা খরচ করে দিই । আমরা জানি যে এসব তো জমা হয়ে যাচ্ছে । খরচ করে দিলে তবেই ডিডাক্শন (বিয়োগ) হতে পারবে তো ? পুণ্য জমা তো হয়েই যায়, কিন্তু ডিডাক্শন করার রীতি তো জানা দরকার কি না ?

অর্থাৎ লোকেরা মন্দির আদি বানায়, ভাল করে । ওদেরকে চাবি চাই । ওরা দর্শন কোথায় করতে চায় ? ওরা যেখানে দর্শন করতে যাবে, সেখানে ওদের লজ্জায় পড়তে না হয় এমন চায় । জীবিত দের

সাথে ওদের লজ্জা হয় আর মূর্তির কাছে তো তুমি যেমন বলবে তেমন নাচবেও। নাচে-কোঁদে একলাই! কিন্তু জীবিতদের সাথে ওদের লজ্জা হয়। এই সব (মূর্তি) তো জীবিত নয় আর জীবিত দের কাছে কিছু করতে পারে না। জীবিত দের কাছে কিছু করলে তো ওর কল্যাণ হয়ে যাবে, পরম কল্যাণ হয়ে যাবে, অত্যন্তিক কল্যাণ হয়ে যায়। কিন্তু এমন শক্তিই হয় না! এমন পুণ্য হয় না!

ভগবানের কাছে রাখে, সেইসব নিষ্কাম নয়, সকাম। হে ভগবান, ছেলের ঘরে একটি ছেলে! আমার ছেলে পাস হয়ে যাক। ঘরে বুড়ো বাবা আছে, তার পক্ষাঘাত হয়েছে, সেটা ঠিক হয়ে যাক। তার 'জন্য দুশো এক' রাখছি। আর এখানে কে রাখবে? আমার এমন কোন কারখানা আছে? আর এখানে নেবেই বা কে যে রাখবে?

সেটাও হিংসাই

প্রশ্নকর্তা : ব্যবসায়ী মুনাফাখোরী করে, কোন শিল্পপতি অথবা ব্যবসায়ী মেহনতের তুলনায় কম পারিশ্রমিক দেয় অথবা বিনা পারিশ্রমে যেকোন উপার্জন করে, তাহলে সেটা কি হিংসাখোরী বলা হয়?

দাদাশ্রী : এই সব হিংসাখোরীই।

প্রশ্নকর্তা : এখন যদি কেউ সেই ফাকি দিয়ে উপার্জন করা ধনকে ধর্মে খরচ করে তাহলে সেটাকে কি ধরনের হিংসা বলা হবে?

দাদাশ্রী : যতটা ধর্মকার্য্যে খরচ করবে, যতটা ত্যাগ করে যাবে, ততটা কম দোষ লাগবে। যতটা উপার্জন করেছিল, লাখ টাকা উপার্জন করেছিল, তার থেকে আশি হাজারের হাসপাতাল বানায় তাহলে তত টাকার দায়িত্ব তার থাকবে না। শুধু বিশ হাজারের দায়িত্ব তার থাকবে। সেইজন্য সেটা ভাল, ভুল নয়।

প্রশ্নকর্তা : লোকেরা লক্ষ্মী জমা করে রাখে, তাকে হিংসা বলা হয় কি না?

দাদাশ্রী : হিংসাই বলা হবে। জমা করা সেটা হিংসা। অন্য লোকের কাজে লাগছে না তো!

যেভাবে এসেছে, সেভাবেই যায়...

এইসব তো ভগবানের নামে, ধর্মের নামে সব চলে আসছে!

প্রশ্নকর্তা : দান করা লোকেরা এমন মানে যে আমি শ্রদ্ধাতে দিয়েছি। কিন্তু যে খরচ করবে সে কিভাবে করে, সেসব আমরা কি জানতে পারি?

দাদাশ্রী : কিন্তু এ তো আমাদের টাকা দোষযুক্ত হলে সে উল্টা রাস্তায় যাবে। যত ধন দোষযুক্ত ততটা খারাপ রাস্তায় যাবে আর শুদ্ধ ধন হলে ভাল রাস্তায় যাবে!

নেহাইর চুরি, সুই-এর দান

প্রশ্নকর্তা : অনেকে এমন বলে যে দান করলে দেবতা হয়, সেটা ঠিক কি?

দাদাশ্রী : দান করে তবুও নরকে যায় এমন ও আছে। কারণ দান কারো চাপে পড়ে করে। কথাটা এমন, এই দূষম কালে দান করতে পারবে এমন লক্ষ্মীই হয় না। দূষম কালে যে লক্ষ্মী আছে, সে তো অঘোর কর্তব্যের লক্ষ্মী। সেইজন্য তার দান দিলে উল্টা লোকসান হয়। কিন্তু তবুও আমরা কোন দুঃখী লোককে দিলে, দান করার বদলে তার মুস্কিল দূর করার জন্য কিছু করলে সেটা ভাল। দান তো নামের জন্য করা হয়, তার কি অর্থ? ক্ষুধার্ত হলে খাবার দাও, কাপড় না থাকলে কাপড় দাও। বাকি এই কালে দান দেবার জন্য টাকা কোথা থেকে আনবে? সেখানে সব থেকে ভাল, দান-বান দেবার কোন আবশ্যকতা নেই। নিজের বিচার ভাল কর। দান দেবার জন্য টাকা কোথা থেকে আনবে? শুদ্ধ ধনই আসে নি না! আর শুদ্ধ ধন সারপ্লাস থাকেই না। এই যে বড়-বড় দান দেয় না, সেই সব তো খাতার বাইরের, উপরের ধন এসেছে, সেই সব। তবুও যে দান দেয়, তার জন্য ভুল না।

কারণ গলত রাস্তায় নিয়েছে আর ভাল রাস্তায় দেয়, তবুও পাপ থেকে মুক্ত তো হয় ! ক্ষেতে বীজ বপন করেছে, সেইজন্য চারা বেরিয়েছে ততটা তো ফল মিলবে !

প্রশ্নকর্তা : পদে (গান)-এ একটা পংতি আছে না যে, '*দাণচোরী করনারাও সোচদাণে ছূটবা মথে* (অসৎ পথে অনেক ধন উপার্জন করে মুক্ত হতে চায় সুই দান করে) তো এতে এক জায়গায় *দাণচোরী* (অসৎ পথে ধন উপার্জন করা) করে আর এক জায়গায় দান করে, তো সে ততটা তো প্রাপ্ত করে কি ? এমন বলা যায় কি ?

দাদাশ্রী : না, প্রাপ্তি হয়েছে এমন বলা যায় না। সেটা তো নরকে যাবার সঙ্কেত বলা হয়। সে তো প্ররোচিত চোর। *দাণচোর* চুরি করে আর সুই দান করে, তার বদলে দান না করে আর সোজা থাকে সেটাও ভাল। এমন কি না ছয় মাসের জেলের সাজা ভাল। মাঝে দুই দিনের জন্য বাগানে নিয়ে যায়, তার কি অর্থ ?

এখানে বলতে চাইছে যে এই সব কালোবাজার, *দাণচোরী* সব করে আর পরে পঞ্চাশ হাজার দান দিয়ে নিজের নাম খারাপ না দেখায়, নিজের নাম না খারাপ হয় সেই জন্য এই দান দেয়। একে সুই দান বলে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ সাত্বিক তো আজ এমন নেই না ?

দাদাশ্রী : সম্পূর্ণ সাত্বিকের তো আশাই রাখতে পার না ! কিন্তু এটা তো কার জন্য যে বড় লোকেরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে আর অন্যদিকে এক লাখ টাকা দানে দেয়। সেটা কিসের জন্য ? নাম খারাপ না হয় সেইজন্য। এই কালেই এমন সুই-এর দান চলে। এটা অনেক বোঝার মত। অন্য লোকেরা দান দেয়, তাতে অমুক গৃহস্থ আছে, সাধারন অবস্থার আছে, এই লোকেরা দান দেয় তাতে কোন বাধা নেই। ওরা তো সুই দান দিয়ে নিজের নাম খারাপ হতে দেয় না, নিজের নাম ঢাকার জন্য কাপড় বদলে নেয় ! শুধু দেখানোর জন্য এমন দান দেয় !!

এখন তো ধনদান দেয় কি নিয়ে নেয় ?! আর দান যে হয়, সেসব তো 'মীসা র' (*দাণচোরী-র'*)।

সেই ধন পুণ্য বাঁধে

প্রশ্নকর্তা : দুই নম্বরের টাকার দান দেয় সেটা কি চলে না ?

দাদাশ্রী : দুই নম্বরের দান চলে না। কিন্তু তবুও কোন মানুষ ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে তাকে দুই নম্বরের দান দিলে তার খাবার জন্য চলে কি না ! দুই নম্বরে অমুক নিয়মে প্রতিবাদ হয়, কিন্তু অন্য দিকে ক্ষতি হয় না । সেই ধন হোটেলওয়ালাকে দিলে নেবে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : নিয়ে নেবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , সেটা ব্যবহার শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মে দুই নম্বরের পয়সা যে খরচ করে এই যুগে, তাতে লোকের পুণ্য উপার্জন হয় কি ?

দাদাশ্রী : অবশ্যই হয় ! সে ততটা ত্যাগ করেছে তো ! সে নিজের কাছে এসেছে তা ত্যাগ করেছে ! কিন্তু তাতে হেতু অনুসারে পরে আবার সেই পুণ্য এমন হয়ে যায়, হেতুওয়ালা ! পয়সা দিয়েছে, সেই একটা বস্তুই দেখা হয় না। পয়সার ত্যাগ করেছে সেটা নির্বিবাদ। বাকি পয়সা কোথা থেকে এল, হেতু কি, এই সব প্লাস-মাইনাস হয়ে যা বাকি থাকবে সেটা তার । তার হেতু কি যে সরকার নিয়ে যাবে, তার বদলে এখানে দিয়ে দাও !

নিরপেক্ষ লুটাও

প্রশ্নকর্তা : দুইনম্বরের টাকা যদিও খরচ হয়, তবুও ধর্মের ধ্বজা লেগে যায়, যে ধর্মের নামে খরচ করেছে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , কিন্তু ধর্মের নামে খরচ করলে ভাল। কিন্তু উপরের আয় করে, সেটা বড় দোষ নয়। উপরের আয় মানে কি যে

সরকারি ট্যাক্স যা হয়েছে তা লোকের ভারী মনে হয়, যে আপনি আমাদের ধারণা থেকে বেশী লাগান, সেইজন্য এই লোকেরা লুকোয়।

প্রশ্নকর্তা : কেউ কিছু প্রাপ্ত করার অপেক্ষায় যে দান করে, তার ও শাস্ত্রে নিষেধ নেই ? তার নিন্দা করে নি ?

দাদাশ্রী : সেই অপেক্ষা না রাখলে উত্তম। অপেক্ষা রাখলে, সেই দান নির্মূল হয়ে যায়, সত্ত্বহীন হয়ে গেছে বলা হয়। আমি তো বলি পাঁচ টাকাই দাও কিন্তু অপেক্ষা বিনা।

সেটা কেমোফ্লেজ-এর মতো

প্রশ্নকর্তা : দুই নম্বরের যে পয়সা হয়, সে যেখানে যায়, সেখানেই গোলমাল হয় কি না ?

দাদাশ্রী : পুরা হেল্প করে না। আমার এখানেও আসে, কিন্তু কত ? দশ-পনেরো প্রতিশত, তার বেশী আসে না।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মে হেল্প করে না, যেখানে যায়, সেখানে হেল্প ততটা হয় না ?

দাদাশ্রী : হেল্প করে না। এমন দেখায় যে হেল্প করে, কিন্তু আবার অস্ত হতে দেরি লাগে না। এই সব ওয়ার (যুদ্ধ) কোয়ালিটীর স্ট্রাকচার। সবাই ওয়ার কোয়ালিটীর স্ট্রাকচার বেঁধেছে। তুমি দেখেছতো ! এই সব কেমোফ্লেজ (ভাঁড়ামি)। মনে খুসি হওয়ার কি আছে এই কেমোফ্লেজ থেকে ?

শ্রেষ্ঠী-শেট্টী-সেঠ-শঠ

আগের কালে, সেই সময় দানেশ্বরী হত। দানেশ্বরী তো মন-বচন-কায়ার একতা হলে, তবেই দানেশ্বরীর জন্ম হয় আর তাকে ভগবান শ্রেষ্ঠী বলেছে। সেই শ্রেষ্ঠীকে চেন্নাইতে শেট্টী বলা হয়। অপভ্রংশ হতে হতে শ্রেষ্ঠী থেকে শেট্টী হয়ে গেছে সেখানে। সেটাই আমাদের এখানে অপভ্রংশ হতে হতে 'শেঠ'(সেঠ) হয়ে গেছে।

এক মিলের সেঠের ওখানে আমি সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি, 'শেঠ কবে আসছে ? অন্য গ্রামে গিয়েছে সে ?' সে বলে, 'চার-পাঁচ দিন লাগবে।' তারপর আমাকে বলে, 'একটু আমার কথাটা শুনুন।' আমি বলি, 'হ্যাঁ বল' তখন সে বলে, 'মাত্রা মুছে দেবার মতো (এ কার মুছে দেবার মতো)।' আমি তাকে বোঝালাম যে, 'এখন তুই বেতন নিচ্ছিস, এই রকম বলবি না।' বাকি মাত্রা মুছে দিলে কি বাকি থাকলো ?

প্রশ্নকর্তা : 'শঠ' থাকবে ।

দাদাশ্রী : তবুও আমি বলতে পারি না ! এমন দশা হয়েছে। কেমন জগডুশা আদি সব সেঠ ছিল ! ওনাদের কে সেঠ বলা হতো।

যেমন ভাব, তেমন ফল

অনেকে দান দিতে চায় না, অন্তর থেকে দিতে চায় না আর মুখে বলে, আমি দিতে চাই আর ব্যবহারে রাখে আর দেয়। কিন্তু অন্তর থেকে দিতে চায় না, সেইজন্য ফল মিলে না।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, সেটা কেন হয় এমন ?

দাদাশ্রী : একজন মনে মনে দেয়, তার কাছে সাধন নেই আর বাণীতে বলে কি আমি দিতে চাই, কিন্তু দিতে পারে না। তার ফল পরের জন্মে মিলবে। কারণ সেটা দেওয়ার সমান। ভগবান স্বীকার করেছেন। অর্ধেক লাভ তো হয়েই গেছে।

মন্দিরে গিয়ে এক জন এক টাকাই রাখে আর অন্য একজন সেঠ এক হাজার টাকা ভিতরে দান দেয়, সেটা দেখে নিজের মনে হল কি আরে, আমার কাছে থাকলে আমিও দিতাম। সেটা ওখানে তোমার জমা হয়। নেই, সেজন্য তুমি দিতে পারছ না। এখানে তো দিয়েছ তার মূল্য নেই, ভাব-এর মূল্য হয়। এটা বীতরাগের সাইন্স।

আর দেনেওয়ালা হলে তার কখন কত গুণ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা কি করে ? মন থেকে দিতে হয়, বাণী থেকে দিতে হয়, ব্যবহার

থেকে দিতে হয়, তাহলে তার ফলকে এই জগতে কি না বলে তা জিজ্ঞাসা কর ! এখন তো সবাই বলে, অমুক ভাইয়ের জন্য আমাকে দিতে হয়েছে , না হলে আমি দিতাম না । অমুক মহাশয় চাপ দিয়েছে সেইজন্য আমাকে দিতে হল । সেইজন্য ওখানে জমা ও সে রকমই হয়, হ্যাঁ । এখানে তো আমাদের মন থেকে, খুশি মনে দিলে-ই কাজের । এমন করে কি লোকেরা ? কারো চাপে পড়ে দেয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ , হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : আরে , কত লোক তো দাপট দেখানোর দেয় । নাম, নিজের ইজ্জৎ বাড়ানোর জন্য । মনের ভিতরে এমন হয়, দেওয়ার মত নয়, কিন্তু আমার নাম খারাপ দেখায়, তখন এমন ফল মেলে । যেমন এই সব চিত্রিত করে, তেমন ফল মেলে । আর এক জনের কাছে নেই আর ' আমার কাছে থাকলে আমি দিতাম' এমন বলে তো কেমন ফল মিলে ?

স্থুল কর্ম : সূক্ষ্ম কর্ম

এক সেঠ পঞ্চাশ হাজার টাকা দানে দেয় । তাতে তার মিত্র তাকে জিজ্ঞাসা করে, এত বেশী টাকা দিয়ে দিলে ? তখন সেঠ বলে, 'আমি তো এক পয়সা ও দিতাম না । এখন তো এই মেয়রের চাপে পড়ে দিতে হয়েছে ।' এখন এর ফল ওখানে কি মিলবে ? পঞ্চাশ হাজারের দান দিয়েছে সেটা স্থুল কর্ম, তো তার ফল সেঠের এখানকার এখানেই মিলে যাবে, লোকেরা বাহ-বাহ করবে, কীর্তি গাইবে আর সেঠ ভিতরে সুক্ষ্ম কর্ম কি চার্জ করেছে ? তখন বলে, 'এক পয়সা ও দেবার মত নয়' তার ফল পরের ভবে মিলবে । পরের ভবে সেঠ পয়সা দানে দিতে পারবে না । এখন এই সুক্ষ্ম কথাটা কে বুঝতে পারছ ?

ওখানে অন্য কেউ গরীব থাকে, ওর কাছে ও এরাই দান চাইতে যায়, তখন সেই গরীব কি বলে যে 'আমার আছে এখন পাঁচ টাকাই আছে । এটাই সব নিয়ে নিন । কিন্তু এখন যদি আমার কাছে পাঁচ লাখ থাকত তাহলে তার পুরোটাই দিয়ে দিতাম !' এমন অন্তর থেকে বলে ।

এখন সে পাঁচ টাকা দিয়েছে, সেটা ডিসচার্জে কর্মফল এসেছে। কিন্তু ভিতরে সূক্ষ্মতে কি চার্জ করেছে ? পাঁচ লাখ টাকা দেবার। সেইজন্য সামনের ভবে পাঁচ লাখ দিতে পারবে, ডিসচার্জ হবে তখন।

একজন লোক দান করে, ধর্মে ভক্তি করে, মন্দিরে পয়সা দেয়, সারা দিন ধর্ম করে, তাকে জগতের লোক কি বলে যে সে একজন ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু সেই ব্যক্তির ভিতরে কি বিচার চলে কি কেমন করে জমা করব আর কি করে ভোগ করতে পারব ! ভিতরে তো তার বিনা হকের লক্ষ্মী ছিনিয়ে নেওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। বিনা হকের বিষয় ভোগ করার জন্য তৈয়ার থাকে !

সেইজন্য ভগবান তার এক পয়সা ও জমা করে না। এর কারণ কি ? কারণ এই সব স্থূল কর্ম আর সেই স্থূল কর্মের ফল এখানকার এখানেই মিলে যায়। লোকেরা এই স্থূল কর্মকেই সামনের ভবের কর্ম মানে। কিন্তু তার ফল তো এখানকার এখানেই মিলে যায়। আর সূক্ষ্ম কর্মের যেটা ভিতরে বাঁধছে, সেটা কেউ জানেই না। তার ফল সামনের ভবে মিলবে !

আজ কেউ চুরি করে, সেই চুরি স্থূল কর্ম। তার ফল এই ভবেই মিলে যায়। যেমন তাকে অপযশ মেলে, পুলিস মারে তো সেই সব ফল, তাকে এখানেই মিলে যাবে।

লক্ষ্মীর জন্য চার্জিং

প্রশ্নকর্তা : সব লোকেরা লক্ষ্মীর পিছনে অনেক দৌড়াদৌড়ি করে। সেইজন্য তার চার্জ বেশী হবে তো, তাতে তাকে পরের ভবে লক্ষ্মী অধিক মিলবে না ?

দাদাশ্রী : আমরা লক্ষ্মী ধর্মের রাস্তায় খরচ করা উচিত, এমন চার্জ করলে তবেই অধিক মিলবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এভাবে মন থেকে ভাব করে যে আমাকে লক্ষ্মী মেলে, এই ভাব করে, এই 'চার্জ' করে তাহলে সামনের ভবে ওকে প্রকৃতি লক্ষ্মী দেবে না ?

দাদাশ্রী : না, না, এভাবে লক্ষ্মী মিলবে না। এই যে লক্ষ্মী পাওয়ার ভাব করে, তাতে পাওয়ার হলেও পাবে না। উল্টা অন্তরায় পরবে। লক্ষ্মী স্মরণ করলে মিলবে না, সে তো পুণ্য করলে মিলবে।

'চার্জ' অর্থাৎ পুণ্যের চার্জ করে, তবেই লক্ষ্মী মেলে। তাও একলা লক্ষ্মী মেলে না। পুণ্যের চার্জে যার ইচ্ছা হয় যে আমার লক্ষ্মীর খুব দরকার, তাকে লক্ষ্মী মিলবে। কেউ বলে, 'আমি কেবল ধর্মই চাই, তাহলে ধর্ম একলা প্রাপ্ত হবে আর পয়সা না'ও হতে পারে। অর্থাৎ সেই পুন্যের আবার আমরা টেন্ডার ভরি কি আমরা এমন চাই। এইসব পাওয়ার জন্য পুণ্য খরচ হয়। কেউ বলবে, 'আমার বাংলো চাই, মোটর চাই, এটা চাই, ওটা চাই।' তখন তাতে পুণ্য খরচ হয়ে যাবে। ধর্মের জন্য কিছু থাকবে না। আর কেউ বলে, 'আমার ধর্মই চাই, গাড়ী চাই না, আমার তো ঘর এতটুকু দুই রুম হয় তাতেই চলবে, কিন্তু ধর্মই বেশী চাই।' তখন তার ধর্ম বেশী হয়। আর অন্য সব কম হয়। সেইজন্য সেই পুণ্যের নিজের হিসাবে আবার টেন্ডার ভরে।

এমন উদ্দেশ্য ? সেখানে দান বেকার !

এই বীতরাগ বিজ্ঞান তোমাকে কত মুক্ত করে এমন সুন্দর যে চিন্তা করলে মনে হয় না ?! কত সুন্দর ! যদি বুঝতে পার তো, 'জ্ঞানী পুরুষ' এর কাছে জেনে নাও আর নিজের বুদ্ধি সম্যক করিয়ে নাও তাহলেই কাজ চলবে এমন। ব্যবহারে লোকেরা আমার কাছে নিজের বুদ্ধি সম্যক করিয়ে নেয়, যদিও জ্ঞান নেয় নি, তবুও আমার সাথে একটু সময় বসলে বুদ্ধি সম্যক হয়ে যায়, যাতে তার কাজ আগে চলে ! এই জ্ঞান না হলে কি দশা হবে ? এমন যদি মানুষ বুঝতে পারে তবেই কাজের !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান না নিয়ে তো এর পার আসবে না এমন কি ?

দাদাশ্রী : পার আসবেই না এমন। সেটা তো বলার মতই না। সে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান দেয়, তারপর ও তোমাকে কি বলে ? 'এই সেঠের চাপ আছে সেইজন্য দিতে হয়, না হলে দিতাম না।' নিজে শুধু জানে সেটাই না, তোমাকেও বলে। পরে অন্যকেও বলে যে আমি তো এমনই পাক্কা। এইসব দেখ তো, এই সব বাইরে তো ? অযথা নষ্ট হয়ে গেছে। সেইজন্য যে এই সৎসঙ্গে বসে থাকে, তার কাজ হয়ে গেছে না ! সমস্ত জগতের ঝঞ্ঝাট চলে গেছে না !

দান ও গুপ্ত রূপে !

প্রশ্নকর্তা : আত্মার্থীর জন্য কীর্তি অবস্তু কি ?

দাদাশ্রী : কীর্তি তো অনেক লোকসানদায়ক বস্তু। আত্মার রাস্তায় কীর্তি তো তার অনেক ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সেই কীর্তিতে তার কোন ইন্টারেস্ট থাকে না। কীর্তি তো ছড়াবেই ! চমকালো হীরা দেখে সবাই বলে কিনা যে 'কত ভাল লাইট আসছে, কেমন কিরণ বেরোচ্ছে ?' লোকেরা বলে ঠিকই, কিন্তু তার নিজের এতে কোন মজা আসে না। যখন কি না এইসব সংসারী সম্বন্ধের কীর্তি, সেই কীর্তিরই ভিখারী। কীর্তির ক্ষুধা আছে তার সেইজন্য লাখ টাকা হাইস্কুলে দেয়, হাসপাতালে দেয়, কিন্তু কীর্তি সে পেয়ে গেলে সেটাই অনেক !

ব্যবহারে বলা হয় দান গুপ্ত রাখবে। এখন গুপ্ত রূপে কেউ কেউ দেবে। বাকি সবার কীর্তির ক্ষুধা আছে, সেইজন্য দেয়। তখন লোকেরাও বড়াই করে কি ভাই, এই সেঠ, কি বলবে, লাখ টাকা দানে দিয়েছে ! তার সেটুকু প্রতিদান সেখানকার সেখানেই মিলে যায়।

অর্থাৎ দিয়ে তার প্রতিদান সেখানকার সেখানেই নিয়ে নিয়েছে। আর যে গুপ্ত রেখছে সে , প্রতিদান নিতে সামনের ভবের উপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিদান না মিলে তো থাকবেই না। তুমি নাও কি না নাও প্রতিদান তো তার হবেই।

নিজের নিজের ইচ্ছা অনুসারে দান দিতে হয়। এইসব তো ঠিক, ব্যবহার। কেউ চাপ দেয় কি আপনাকে দিতেই হবে। আবার ফুলের মালা পড়ায়, সেইজন্য দেয়।

দান গুপ্ত হওয়া উচিত। যেমন এই মাড়োয়ারী লোকেরা ভগবানের কাছে চুপচাপ দিয়ে আসে না! কেউ জানতে না পারে তবেই ফল দেয়।

সেই ব্যবহার ভাল বলা হয়

প্রশ্নকর্তা : হীরাবার জন্য তাহার দেহত্যাগের পর আপনি যে খরচ করেছেন তাকে ব্যবহারে কেমন বলা হয় ?

দাদাশ্রী : এই সংসার ব্যবহারে এটা ভাল বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : আমাদেরকে সংসার ব্যবহারেই থাকতে হয়।

দাদাশ্রী : এই সংসার ব্যবহারে যথার্থ, আর তাতে ভাল দেখায় এসব। আর সেটা ভাল দেখায় সেইজন্য আমি করি নি। সেটা তো হীরাবার ইচ্ছা ছিল সেইজন্য আমি করেছি। এ তো আমার ভাল-মন্দতে কিছু আসে যায় না, তবুও খারাপ না দেখায় সেভাবে থাকি।

প্রশ্নকর্তা : সে তো আপনার কথা হল কিন্তু আমাদের জন্য কি ?

দাদাশ্রী : সে তো তোমাদেরকে কিছু আচরণ করতে হয়, বেশী টানার দরকার নেই, সাধারণ ব্যবহার করতে হবে !

বাহ বাহে পুণ্য খরচ হয়

প্রশ্নকর্তা : এই যে আপনি বলেন এমন নিয়ম আছে তাহলে হীরাবার জন্য খরচ করেছেন তার জন্য আপনাকে পুণ্য মিলবে ?

দাদাশ্রী : আমাকে কি মিলবে ? আমার লেন-দেন নেই। আমার তো কিছু লেন-দেনই নেই না ! এতে পুণ্য বাধে না, এখানে তো পুণ্য খরচ হয়ে যায়। বাহ-বাহ হয়ে যায়।

অথবা কেউ খারাপ করে যায় তো, 'বেটাকে দেখ, খারাপ করে দিয়েছে সব' অর্থাৎ এখানকার এখানেই হিসাব হয়ে যায়। হাইস্কুল বানিয়েছিলাম, তাতে সেখানেই বাহ-বাহ হয়ে গেছে। ওখানে কিছু মিলবে না।

প্রশ্নকর্তা : স্কুল তো বাচ্চাদের জন্য বানিয়েছিলেন। ওরা পড়া-শুনা করেছে, সৎবিচার উৎপন্ন হয়েছে।

দাদাশ্রী : সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তোমার বাহ-বাহ হয় তো হয়ে গেল, খরচ হয়ে গেল।

কারো নিমিত্তে কাউকে মিলে ?

প্রশ্নকর্তা : বাহ-বাহ তো যার জন্য খরচ করা হয়েছে, সে পাবে না আপনি ? আপনি যার জন্য কার্য করেন, তার ফল সে পায়। যার জন্য আমরা যে পুণ্য করি তা সে পায়। আমাদের মিলে না।

দাদাশ্রী : আমরা করি আর ওকে মিলে ? এমন শুনেছ কোন দিন ?

প্রশ্নকর্তা : ওর নিমিত্তে আমরা করি কি না ?

দাদাশ্রী : ওর নিমিত্তে আমরা করি ?! ওর নিমিত্তে আমরা খাই তো কি অসুবিধা ? না, না, এই সব এতে অন্তর নেই। এইসব তো রচনা করে লোককে উল্টা রাস্তায় ওঠায়, তার নিমিত্তে। তার খাবার নেই আর আমরা খাই তাতে কোথায় ভুল ? সব নিয়ম নিয়েই সংসার সম্পূর্ণ।

সেখানে বিকশিত হয় আত্মশক্তি

বাকি, সাথে সেসব আসে। এসব সাথে আসে না। এখানে তুরন্ত তার ফল মিলে যায়। বাহ-বাহ তুরন্ত মিলে যায়। আর আত্মার জন্য যা রাখা হয়, সেসব সাথে আসে।

প্রশ্নকর্তা : সাথে কি আসবে, বললেন !

দাদাশ্রী : সাথে তো আমরা সেটাই দিই আত্মার জন্য, তাতে আত্মার শক্তি একদম বেড়ে যায়। সেটাই আমাদের সাথে আসে।

প্রশ্নকর্তা : আর এখানে যা খরচ করা হয়, সে তো বাহ-বাহ করে তাই মিলে না ?

দাদাশ্রী : মিলে গেছে। বাহ-বাহ মিলে গেছে।

‘বাহ বাহ’ এর ‘ভোজন’

প্রশ্নকর্তা : আমি যে দান করি সেখানে আমার ভাব ধর্মের জন্য থাকে, ভাল কাজের জন্য থাকে। কিন্তু লোকেরা বাহ বাহ করলে এই সব উড়ে যাবে না তো ?

দাদাশ্রী : এতে অনেক টাকা খরচ হয়েছে, সেটা জানা-জানি হয়ে যায় আর তার বাহ বাহ হয়। আর এমন টাকাও দানে যায় যা কেউ জানে না আর বাহ বাহ করে না সেইজন্য তার লাভ থাকবে! আমরা সেই মাথাপচ্চিতে পড়ার মত না। আমাদের মনে এমন ভাব থাকে না যে লোকেরা ‘প্রসার’ করবে! এতটুকুই ভাব হওয়া দরকার। জগত তো মহাবীরকে ও বাহ বাহ করতো। কিন্ত সেসব উনি তো স্বীকার করতেন না! এই দাদার ও লোকে বাহ বাহ করতো! কিন্তু সেসব সে ‘নিজে’ স্বীকার করে না তো! আর এই ক্ষুধার্ত লোকেরা অবিলম্বে স্বীকার করে নেয়। দানের জানা জানি না হয়ে থাকে না তো! লোকেরা তো বাহ বাহ না করে থাকে না, কিন্তু নিজে তা স্বীকার না করলে কি অসুবিধা ? স্বীকার করলেই রোগ বসে তো ? যে বাহ বাহ স্বীকার করে না তার কিছুই হয় না। বাহ বাহ নিজে স্বীকার করে না। সেইজন্য তার কোন লোকসান হয় না আর প্রশংসা করে তার পুণ্য বাঁধে। সৎকার্যের অনুমোদনার পুণ্য বাঁধে। এই সব তো প্রকৃতির নিয়ম।

যে প্রশংসা করে তার জন্য সেটা কল্যাণকারী হয় আবার যে শোনে তার মনে শুভ ভাবের বীজ পড়ে যে ‘এটা করার যোগ্য। আমরা তো এসব জানতাম না!’

প্রশ্নকর্তা : আমরা ভাল কাজ মন-প্রাণ আর ধন দিয়ে করতে থাকি, কিন্তু কেউ আমাদের কে খারাপই বলে, অপমান করে তো তার কি করব ?

দাদাশ্রী : যে অপমান করতে থাকে, সে ভয়ঙ্কর পাপ বাঁধে। এতে আমাদের কর্ম ধুয়ে যায় আর যে অপমান করছে সে তো নিমিত্ত মাত্র।

বাহ-বাহ এর প্রীতি

আরে, আমি তো নিজের স্বভাব মেপে নিতাম ! আমি অগাস (এক তীর্থস্থান) যেতাম। সেই সময় কন্ট্রেক্ট-এর ব্যবসা ছিল। সেই সময় শত টাকার কোন কমি ছিল না, সেই সময় পয়সার দাম অনেক ছিল। পয়সার অভাব ছিল না তবুও আমি অগাস গেলে, প্রথমে টাকা লিখিয়ে নিতাম। তারপর একশো টাকার নোট বের করে বলতাম 'নিন পঁচিশ নিয়ে নিন আর পঁচাত্তর ফিরিয়ে দিন।' তখন পঁচাত্তর ফিরিয়ে না নিলেও চলত। কিন্তু মন কনজুস আর ভিখারী, সেইজন্য পঁচাত্তর ফিরিয়ে নিয়ে নিতাম।

প্রশ্নকর্তা : দাদা, আপনি তখনো কত সূক্ষ্ম দেখতেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে এই স্বভাব, প্রকৃতি যায় না তো ! তখন আমি খোঁজ করলাম। এমনিতে লোকেরা আমাকে বলত যে, আপনি খুব নোবল (উদার/উন্নতচরিত্র) !' আমি বললাম, 'এটা কেমন নোবল ?!' এখানে কৃপণতা করি। তারপর খুঁজে পেলাম যে আমার বাহ-বাহ করে সেখানে লাখ টাকা খরচ করে ফেলি, না হলে এক টাকা ও দিতাম না। সেই স্বভাব একেবারে কৃপণ ছিল না। কিন্তু বাহ-বাহ না করলে, সেখানে ধর্ম হোক বা যাই হোক, সেখানে দিতে পারতাম না আর বাহ-বাহ করলো কি সব উপার্জন বিলিয়ে দিতাম। ধার করে ও। আর বাহ-বাহ কত দিন ? তিন দিন। তারপর কিছুই নেই। তিন দিন পর্যন্ত চিৎকার করে, তারপরে বন্ধ হয়ে যায়।

দেখ, আমার মনে পড়ছে। একশো দেবার, সেখানে পচাত্তর ফিরিয়ে নিই। আমি আজ দেখতে পাই, এখনো। সেই অফিস দেখতে পাই। কিন্তু আমি বলি, 'এমন ঢং !' এই লোকেদের কত বড় মন ! আমি আমার ঢং বুঝে গিয়েছিলাম। সব ঢং। এমনিতে বড় মন ও ছিল। কিন্তু বাহ-বাহ, সুড়-সুড়ি করার লোক চাই। সুড়-সুড়ি করলেই চলতো।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, এটা কি জীবের স্বভাব ?

দাদাজী : হ্যাঁ, এইসব প্রকৃতি, সব প্রকৃতি।

আর ওরা পাক্কা, ওরা (বনিক) বসে আছে না, ওরা পাক্কা। তাদেরকে বাহ-বাহ দিয়ে ঠকানো যায় না। ওরা তো ভাবে আগে জমা হয় কি এখানকার এখানেই থেকে যায় ? এই বাহ-বাহ তো এখানেই ভাঙ্গিয়ে নিয়েছি, তার ফল তো নিয়ে নিয়েছি আমি, চেখে নিয়েছি আমি। আর এরা তো বাহ-বাহ খোঁজে না, ওখানের ফল খোঁজে এরা। ওভারড্রাফট, বড় পাক্কা বিচারশীল লোক তো ! আমাদের থেকে বেশী বিচারশীল। আমরা ক্ষত্রিয়দেরকে তো এক আঘাত আর দুই টুকরো। সব তীর্থঙ্কর ক্ষত্রিয়ই ছিল। সাধুরা নিজে বলে, 'আমরা তীর্থঙ্কর হতে পারি না। কারণ আমরা সাধু হয়ে গেলেও অধিক ত্যাগ করেও একা-আধ গিন্নী থাকতে দিই। কোন দিন প্রতিবন্ধ আসলে ?' সেটা ওদের মূল গ্রন্থি আর তোমরা তৎক্ষনাত দিয়ে দাও। প্রমিস টু পে অর্থাৎ সব প্রমিসই ! অন্য কিছু জানেই না তো ! ভিতরে বোধ নেই। 'থিঙ্কার' (চিন্তাশীল) -ই না। কিন্তু মুক্তি তাড়াতাড়ি তাদেরই মেলে।

প্রশ্নকর্তা : মুক্তি তাড়াতাড়ি মেলে !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই লোকেরা মোক্ষে যায়। কেবলজ্ঞান হয়। কিন্তু তীর্থঙ্কর তো এই ক্ষত্রিয়রাই হয়। ওরা সব স্বীকার করে আমার কাছে, আমাদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। আমাদের এইসব আসে না। অনেক গভীর এই সব। আর তারা তো বিচারশীল প্রজা ! সবকিছু

ভেবে-চিন্তে, প্রত্যেক বস্তুতে চিন্তা করে কাজ করে। আর আমাদের (ক্ষত্রিয়দের) অনুতাপ শেষ হয় না। তাদের অনুতাপ কম হয়।

...কিন্তু ফলক-এ নষ্ট হয়ে গেছে

কেউ ধর্মে লাখ টাকা দান দেয় আর ফলক লাগায় আর কোন মানুষ এক টাকাই ধর্মে দেয়, কিন্তু গুপ্ত রূপে দেয়, তাতে এই গুপ্ত রূপে দেওয়াটার অনেক দাম হয়, যদিও সে এক টাকাই কেন না দিয়েছে। আর এই ফলক লাগিয়েছে সেখানে তো 'ব্যাল্যান্স শীট' পুরো হয়ে গেছে। একশো টাকার নোট তুমি আমাকে দিলে আর আমি তোমাকে খুচরো দিলাম, তাতে আমার কিছু নেওয়ার থাকলো না আর তোমার কিছু দেওয়ার থাকলো না! তুমি ধর্মে দান দিয়ে নিজের ফলক লাগিয়েছ, তাতে পরে তোমার দেওয়া- নেওয়ার কিছু থাকলো না তো! কারণ কি যে ধর্মে দান দিয়েছ, তার বদলে ফলক লাগিয়ে নিয়ে নিয়েছ। আর যে এক টাকা প্রাইভেটে দিয়েছে, তার লেন-দেন হয় নি, সেইজন্য তার ব্যাল্যান্স বাকি থাকে।

আমি অনেক মন্দিরে ঘুরেছি। সেখানে অনেক জায়গায় পুরো দেওয়াল ফলকে, ফলকে ভরা! এই ফলকের ভ্যালিউয়েশন (নির্ধারিত মূল্য) কত? অর্থাৎ কীর্তির হেতুর জন্য! আর যেখানে কীর্তির হেতু অনেক বেশী হয় সেখানে মানুষ দেখেই না তো এরমধ্যে কি পড়বে? পুরো মন্দিরে একটাই ফলক হলে পড়ার সময় হবে, কিন্তু এ তো ভরে আছে, পুরো দেওয়াল কে দেওয়াল ফলকে ভরে আছে, তাতে কি হবে? তবুও লোকে বলে যে আমার ফলক লাগাও! লোকের ফলক পছন্দ কি না!!

লক্ষ্মী দেয় আর ফলক নেয়

প্রশ্নকর্তা : কত লোক না বুঝে দেয় তো তার অর্থই নেই।

দাদাশ্রী : না, না বুঝে দেয় না। তাহারা তো খুব পাকা। তারা তো নিজের ভালোর জন্য করে।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মের না বুঝেই, নামের জন্য দেয়, ফলক লাগানোর জন্য দেয়।

দাদাশ্রী : এই নাম তো , এখন এই নামেরই হয়ে গেছে ! আগে তো নামের ছিল না, এ তো এখন নাম বেচা শুরু হয়েছে, এই কলি যুগের জন্য। বাকি আগে নাম-টাম হত না। তারা দিতেই থাকতো নিরন্তর। এইজন্য ভগবান তাদেরকে কি বলতেন ? শ্রেষ্ঠী বলতেন আর এখন শেঠ বলা হয়।

শুভ ভাব করে যাও

প্রশ্নকর্তা : একদিকে ভিতরে ভাব হয় কি আমি দানে সব কিছু দিয়ে দেব, কিন্তু রূপকে এরকম হয় না।

দাদাশ্রী : সব দেওয়া যায় না তো ! দেওয়া কি সহজ ? দান করা এ তো কঠিন বস্তু ! তবুও ভাব করবে। ধন সৎ রাস্তায় দেওয়া সে আমাদের হাতে নেই। ভাব করতে পার, কিন্তু দিতে পারবে না আর ভাবের ফল সামনের জন্মে মিলবে। দান তো এই লাট্টু (মনুষ্য) কি করে দেবে ? আর যে দেয় সেটা 'ব্যবস্থিত' দেওয়ায়, সেইজন্য দেয়। 'ব্যবস্থিত' করায় এইজন্য মানুষ দান করতে পারে। 'ব্যবস্থিত' করায় না সেইজন্য মানুষ দান করতে পারে না। 'বীতরাগী'র দান নেওয়া কি দেওয়ার মোহ থাকে না। তাহারা তো 'শুদ্ধ উপযোগী' হয় !

দান করার সময় 'আমি দান করছি ' এমন ভাব হয় , সেই সময় পুণ্যের পরমাণু আকর্ষিত হয় আর খারাপ কাজ করার সময় পাপের পরমাণু আকর্ষিত হয়। সে পরে ফল দেবার সময় শাতা (ভাল) ফল দেয় অথবা অশাতা (খারাপ) ফল দেয়। যতক্ষণ অজ্ঞানী থাকে, ততক্ষণ ফল ভুগবে, সুখ-দুঃখ ভুগবে। যখন কি জ্ঞানী ভোগে না , শুধু 'জানে' ।

লক্ষ্মীর সদুপযোগ কিসে ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ধরুন কারো পুণ্য কর্মের জন্য তার কাছে লাখ-লাখ টাকা হয়ে যায়, তো সেসব গরীব দেরকে বিলিয়ে দিবে কি নিজের কাজে লাগাবে ?

দাদাশ্রী : না, সেই পয়সা বাড়ির লোকদের দুঃখ না হয়, সেই ভাবে খরচ করা উচিত। বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসা করবে, ' ভাই, তোমাদের অসুবিধা নেই তো ? তখন যদি সে বলে, 'না, নেই।' তখন সেই লিমিট তার , পয়সা খরচ করার। সেইজন্য, তারপর আমাদেরকে সেই অনুসারে করা উচিত।

প্রশ্নকর্তা : সন্মার্গে তো খরচ করতে হয় ?

দাদাশ্রী : তারপর, বাকি সব সন্মার্গেই খরচ করা উচিত। ঘরে খরচ হলে, সেই সব নর্দমায় যাবে। আর অন্য জায়গায় যা খরচ হবে, তা তোমার নিজের জন্য সেফসাইড হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখান থেকে সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না, কিন্তু অন্য রাস্তায় সেফসাইড করা যেতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমনিতে তো সেটা সাথেই নিয়ে যাওয়ার মতোই বলা হবে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সাথে নিয়ে যাওয়ার মতোই, নিজের সেফসাইডের। অর্থাৎ যে কোন পথে অন্য কে সুখ মেলে, তার জন্য খরচ করতে হয়। সেই সব তোমার সেফসাইড।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মীর সদউপযোগ কাকে বলা হয় ?

দাদাশ্রী : লোকের উপযোগের জন্য অথবা ভগবানের জন্য খরচ করা, তাকে সদুপযোগ বলা হয়।

আমার ও ভাবনা সদা ছিল

আমার কাছে লক্ষ্মী হলে আমি লক্ষ্মী ও দিতাম, কিন্তু এমন কিছু লক্ষ্মী আমার কাছে আসে নি আর আসলে এখনো দিতে তৈয়ার আছি। আমি কি সব কিছু সাথে নিয়ে যাব ? কিন্তু কিছু দাও সবাইকে! তবুও জগতকে লক্ষ্মী দেবার বদলে, কিভাবে এই সংসারের সবাই সুখী হবে, জীবনে কিভাবে বাঁচা যায়, সেই মার্গ দেখাও। লক্ষ্মী তো দশ হাজার দিলে পরের দিন সে চাকরি ছেড়ে দিবে, সেইজন্য লক্ষ্মী দেবে না। এভাবে লক্ষ্মী দেওয়া পাপ। মানুষ কে অলস বানিয়ে দেয়। সেইজন্য বাবা ছেলেকে অধিক লক্ষ্মী দেওয়া উচিত না , তাতে ছেলে মদ্যপ হয়ে যাবে। মানুষের সুখ মিলল কি, অন্য উল্টা রাস্তায় চলে যায় !

সন্তান কে দেবে কি দান করবে ?

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যের উদয় হয়, সেই সময় অনেক লক্ষ্মীর প্রাপ্তি হয় তো ?

দাদাশ্রী : তাহলে খরচ করে ফেল। সন্তানের জন্য বেশী রাখবে না। ওদেরকে পড়া-শোনা করাবে, সব কমপ্লীট করিয়ে, ওদেরকে চাকরিতে লাগিয়ে দেবে, তাহলে ওরা কাজে লেগে যাবে। সেইজন্য বেশী রাখার দরকার নেই। কিছুটা ব্যাঙ্কে, কোন জায়গায় রেখে দেবে, দশ-বিশ হাজার, কোন সময় মুশকিলে পড়লে দিয়ে দেবে। তাদেরকে বলবে না যে ভাই, আমি কিছু রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, নয়তো মুশকিল না এলেও এসে যাবে।

এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি, 'সন্তান কে কিছু দেব না ?' আমি বলি, 'সন্তান কে দেবে। আমাদের বাবা আমাদেরকে যেসব দিয়েছে সেই সব দেবে। মাঝের যে মাল আছে, সেসব আমাদের। সেসব আমাদের যেখানে পছন্দ ধর্মের জন্য খরচ করতে পারি।'

প্রশ্নকর্তা : আমাদের উকিলের আইনেও এমন আছে যে পৈত্রিক সম্পতি থাকলে,তা সন্তানদেরকে দিতেই হবে আর স্বোপার্জিত হলে, সেটা বাবা যা ইচ্ছা করতে পারে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যা করার তাই করবে। নিজের হাতেই করে নেবে! আমার মার্গ কি বলে যে তোর নিজের মাল হলে, সেই মাল তুই আলাদা করে খরচ কর, তাহলে সেটা তোর সাথে আসবে। কারণ এই জ্ঞান নেওয়ার পর এখন এক-দুই অবতার বাকি আছে, সেইজন্য সাথে চাই না! যাত্রাতে, অন্য গ্রামে যেতে হলে সঙ্গে কিছু খাবার রুটি আদি নিয়ে যাই, তাহলে এই সব কি চাই না ?

প্রশ্নকর্তা : বেশী তাহলে কখন বলা হয় ? ট্রাষ্টীর মত থাকলে তখন।

দাদাশ্রী : ট্রাষ্টীর মত থাকা উত্তম। কিন্তু এভাবে থাকতে পারে না, সবাই থাকতে পারে না। সম্পূর্ণ ট্রাষ্টীর মত থাকতে পারে না। ট্রাষ্টী অর্থাৎ জ্ঞাতা-দ্রষ্টা হওয়া। কিন্তু ট্রাষ্টীর মত সম্পূর্ণ থাকা যায় না। কিন্তু ভাব এমন হয় তো একটু-আধটু থাকা যায়।

আর সন্তানকে কত দিতে হয় ? আমাদের বাবা যতটুকু দিয়েছে, কিছু না দিয়ে থাকলেও আমাদেরকে কিছু না কিছু দেওয়া উচিত।

ছেলে মদ্যপ হয়, বেশী বৈভব হলে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয়। ছেলে মদ্যপ না হয় ততটা তো দেওয়া উচিত ?

দাদাশ্রী : ততটাই দেওয়া উচিত।

প্রশ্নকর্তা : অধিক বৈভব দিই তো তেমন হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেটা সর্বদা তার মোক্ষ নষ্ট করবে। সর্বদা রীতি মতই ভাল। সন্তান কে বেশী দেওয়া অপরাধ। এটা তো ফরেনাররা

(বিদেশী) সবাই জানে ! কিরকম বুদ্ধিমান !! আমাদের তো সাত পুরুষ পর্যন্ত লোভ ! আমার সপ্তম পুরুষের সন্ততিদের ওখানে এমন হোক । কত লোভী এরা ?! ছেলেদেরকে উপার্জনক্ষম করে দেওয়া উচিত, সেটা আমাদের কর্তব্য আর মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত । মেয়েদেরকে কিছু দেওয়া উচিত । আজকাল মেয়েদেরকেও ভাগ দেওয়া হয় কি না অংশীদারের মত ? বিয়ে দিতে খরচা হয় না ? তার উপর আরো কিছু দেবে । আর ভাগ দেবে, এসব দেয় তো ! কিন্তু নিজের টা নিজেই খরচ করা উচিত ।

প্রশ্নকর্তা : সন্তান কে পারিবারিক ব্যবসা সোপে দিতে আর ঋণ দিতে হয় কি ?

দাদাশ্রী : আমাদের কাছে মিলিয়ন ডলার হয় অথবা আধা মিলিয়ন ডলার হয় তাহলেও ছেলে যে ঘরে আছে, সেটা ছেলেকে দেবে । তার পর একটা ব্যবসা শুরু করিয়ে দেবে, যেরকম ওর পছন্দ । কি রকম কাজ ওর পছন্দ, সেটা জিজ্ঞাসা করে যেই কাজ ওর ঠিক মনে হয়, সেটা করিয়ে দেবে । আর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে দেবে । লোন সে ভরতে থাকবে নিজে থেকে আর কিছুটা আমরাও দেব । তার কাছে যা হবে, তার থেকে সে আধা আমাদেরকে দেবে আর আধা ব্যাঙ্ক-এর লোন ভরতে থাকবে । অর্থাৎ ওকে ধাক্কা দেওয়ার কেউ চাই । যাতে মদ না খায় । যদি ছেলে বলে যে 'এই বছর আমি লোন ভরতে পারব না ।' তখন বলবে যে আমি দিচ্ছি তোকে পাঁচ হাজার, কিন্তু ফিরিয়ে দিতে হবে তাড়াতাড়ি । অর্থাৎ পাঁচ হাজার এনে দেবে । পরে সেটা ওকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, 'পাঁচ হাজার তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে, এমন বলবে ।' এভাবে স্মরণ করালে যদি বলে, তুমি এখন কিচ-কিচ করো না ।' তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে । 'এটা খুব ভাল ।' তাতে পরে আর নিতেই আসবে না ! আমাদের অসুবিধা নেই, 'কিচ-কিচ করছ' এমন বললে, আবার নিতে আসবে না !

অর্থাৎ আমাদের সেফসাইড আমাদেরকেই রাখতে হবে, আর খারাপ না দেখায় ছেলের সামনে। ছেলে বলবে, 'বাবা তো ভালই, কিন্তু আমার স্বভাব খারাপ। আমি উল্টা বলছি সেইজন্য। বাকি বাবা তো খুব ভাল।' মতলব পালিয়ে যেতে হবে , এই সংসার থেকে।

আদর্শ উইল

মেয়েকে অমুক প্রমাণে দেবে। ছেলেকে দেবে, কিন্তু অমুক প্রমাণে। বাকি আধা সঞ্চয় তো নিজের কাছেই থাকতে দেবে। অর্থাৎ প্রাইভেট ! প্রকাশ করবে না এমন। অন্য সব প্রকাশ করবে আর বলবে আমাদের দুজনের জন্য জীবিত থাকা পর্যন্ত চাই কি না ?

অর্থাৎ আমাদেরকে রীতি মত, বিবেচনা করে কাজ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মানুষ মরে যায়, তার পরের উইল কেমন হওয়া চাই ?

দাদাশ্রী : না, মরার পরে তো আমাদের কাছে যা থাকে, আড়াই লাখ টাকা বাকি থাকে, সেটা তো নিজের বর্তমানেই, মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। সম্ভব হয় তো ওভারড্রাফট বের করে নেবে। হাসপাতালের জন্য, জ্ঞানদানের, সব ওভারড্রাফট বের করে নেবে আর তারপর যা বাকি থাকলো সেটা সন্তানদের দিয়ে দেবে। সেই সঞ্চয় রাখা কিছুটা ঠিক। সেই লোভ ওদের আছে তো , সেই লোভের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাখবে। তারপর অন্য দুই লাখের ওভারড্রাফট বের করে নেবে, সামনের ভবে আমরা কি করবো ? এই সব পূর্বের অবতারের ওভারড্রাফট এখন খরচ করছ, তাহলে এই অবতারে ওভারড্রাফট বের করতে হবে না ? হ্যাঁ, কাউকে আমরা দিই না এটা। এসব লোকের হিতের জন্য, লোক কল্যাণে খরচ করি, সেসব ওভারড্রাফট বলা হয়। ছেলেদেরকে দিয়ে তো অনুশোচনা হয়েছে। এমন অনুশোচনা করেছিলে তো বাস্তবে ! ছেলের হিত কি ভাবে

করবে, এটা আমাদেরকে বোঝা উচিত। সেইজন্য আমার কাছে এসে আলোচনা করা উচিত।

সেইজন্য আমি বলি যে মাটিতে যায় তার বদলে কোন ভাল রাস্তায় যায় এমন কিছু কর। সাথে কাজে লাগবে আর সেখানে তো যাবার সময় চারটি নারকেল বাধাঁবে না! আর তাতেও ছেলে কি বলবে, 'একটু সস্তা বিনা জলেরটা দেবে! তোমার কাছে যদি বেশী আছে, তাহলে ভাল পথে পয়সা খরচ করবে, লোকের সুখের জন্য খরচ করবে। সেটুকুই তোমার, বাকি তো নর্দমায় ...!

এ তো এভাবে সব বলা উচিত না, তবুও আমি বলি!

আর এভাবে হিসাব শোধ হয়

প্রশ্নকর্তা : এক জনকে আমি পাঁচশ টাকা দিলাম আর সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। আর দ্বিতীয়, আমি পাঁচশ টাকা দান দিলাম। এই দুটোতে কি অন্তর হয়?

দাদাশ্রী : এই দান দেওয়া আলাদা বস্তু। তাতে যে দান নেয়, সে কর্জদার হয় না, তোমাকে দানের ফল অন্য ধরনে মিলবে। যে মনুষ্য দান নিয়েছে সে ফিরিয়ে দেয় না । যখন কি না প্রথমটাতে তো তুমি যার কাছে পয়সা চাইছো, তার দ্বারাই তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়াতে হবে। পরে আবার সে যৌতুক রূপে ও সে টাকা ফেরত দেবে। আমাদের এখানে বলে না ছেলে গরীব পরিবারের, কিন্তু পরিবার খানদানী, সেইজন্য পঞ্চাশ হাজার ওকে যৌতুকে দাও! এটা কিসের যৌতুক দেয়? এই যে বাকি ছিল, সেটাই শোধ করছে। অর্থাৎ এমন হিসাব সব। এক তো কন্যা দেয় আর টাকা ও দেয়। এইজন্য, এভাবে সমস্ত হিসাব শোধ হয়ে যায়।

বিশ্বাসযোগ্য বক্তা

কেউ তোমার হাত থেকে পাঁচ হাজার ডলার ছিনিয়ে নেয় তো কি করবে?

প্রশ্নকর্তা : এমন অনেক ছিনতাই হয়েছে। সমস্ত সম্পত্তি চলে গেছে।

দাদাশ্রী : তাহলে কি কর ? মনে কিছু হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : কিছু না।

দাদাশ্রী : এ তো ভাল, তাহলে তো বুদ্ধিমান। চলে যাবার জন্যই আসে। এখানে পথ নেই তো ওখানে পথ করবে। সেইজন্য ভাল জায়গায় যেতে দেবে। অন্যথা অন্য জায়গায় তো পথ করবেই। ধনের স্বভাবই এমন, সেইজন্য ভাল রাস্তায় না গেলে উল্টা রাস্তায় যাবে। ভাল রাস্তায় কম গেছে আর উল্টা রাস্তায় বেশী গেছে।

প্রশ্নকর্তা : ভাল রাস্তা বলুন। কি করে বুঝব যে রাস্তা ভাল না খারাপ ?

দাদাশ্রী : ভাল রাস্তা তো যেমন... আমি এক পয়সা নেই না। আমি নিজের ঘরের কাপড় পরি। এই দেশের মালিক নই ! ছাব্বিশ বছর ধরে এই দেশের মালিক না। এই বাণীর মালিক না। যখন তোমার আমার ওপর একটু বিশ্বাস জন্মেছে, আমার ওপর একটু বিশ্বাস হয়েছে, তখন আমি তোমাকে বলছি যে ভাই, অমুক জায়গায় পয়সা দাও তো ভাল রাস্তায় খরচ হবে। তোমার আমার ওপরে একটু বিশ্বাস জন্মেছে সেইজন্য আমি তোমাকে বললে কোন অসুবিধা আছে ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : সেটাই ভাল রাস্তা। দ্বিতীয় কোন টা ? বক্তা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া দরকার। বিশ্বাসযোগ্য ! যার কমিশন নেই, একটুও। এক পাই ও কমিশন নেই, তখন তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বলা হয় ! এমন প্রদর্শক আমাকে মিলে নি। আমাকে তো যেখানে সেখানে কমিশন... (যায় এমন প্রদর্শক মিলে !)

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আমাদেরকে রাস্তা দেখাতে থাকবেন।

দাদাশ্রী : যেখানে কোন কিছু কমিশন আছে, সেখানে ভুল রাস্তায় পয়সা যায় ! এখন পর্যন্ত তো এই সংঘের চার আনাও খরচ হয় নি, কোন কারকুন অথবা তার নামে ! সবাই নিজের ঘরের পয়সায় কাজ করে নেয় এমন এই সংঘ , পবিত্র সংঘ ! সেইজন্য সঠিক রাস্তা এটাই । যখন দিতে চাও, তখন দেবে আর সেটাও তোমার কাছে হবে তখন, নাহলে দেবে না । এখন এই ভাই বলে যে 'আমি আবার দিতে পারি দাদা ?' তখন আমি বলি, না, ভাই ! তুই তোর ব্যবসা করে যা । এক বার দিয়েছে সে ! এখানে আবার দেওয়ার দরকার নেই ! হলে শক্তি অনুসারে দাও ! ওজন দশ রতল (পাউন্ড) ওঠাতে পারলে আট ওঠাও, আঠারো রতল ওঠাবে না । দুঃখী হবার জন্য করবে না ! কিন্তু সারপ্লাস ধন উল্টা রাস্তায় না যায়, সেইজন্য এই রাস্তা দেখাই । এটা না হলে, লোভে আর লোভেই চিত থাকবে, ঘুরে বেরাবে ! সেইজন্য জ্ঞানীপুরুষ দেখায় যে অমুক জায়গায় দেবে ।

ধন ঢালবে সীমন্ধর স্বামীর মন্দিরে

অধিক ধন হলে সীমন্ধর স্বামীর মন্দিরে দেওয়া ভাল, দ্বিতীয় একটাও স্থান নেই । আর কম ধন হয় তো মহাত্মাদের ভোজন করানোর থেকে অন্য কিছু নেই ! আর তার থেকেও কম ধন হলে কোন দুঃখীকে দেবে । আর তাও নগদ না, খাবার কিছু দিয়ে । কম ধনেও দান করতে হলে পোষাবে কি পোষাবে না ?

চেন সীমন্ধর স্বামীকে

আপনি এখানে সীমন্ধর স্বামীর নাম শুনেছেন তো ? তিনি বর্তমান তীর্থঙ্কর, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে ! তাঁহার উপস্থিতি আছে এখন ।

সীমন্ধর স্বামীর বয়স কত ? ষাঠ- সত্তর বছর হবে ? পৌনে দুই লাখ বছরের বয়েস ! এখনো সওয়া লাখ বর্ষ জীবিত থাকবে ! ওনার সাথে তার, সম্বন্ধ জুড়ে দিই । কারণ সেখানে যেতে হবে । যখন এক অবতার শেষ থাকবে । এখান থেকে সরাসরি মোক্ষ নেই । যখন এক

অবতার শেষ থাকবে। ওনার কাছে বসতে হবে, সেইজন্য সম্বন্ধ জুড়ে দিচ্ছি।

আর এই ভগবান সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ করবে। সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হবে। সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ হবে তাহার নিমিত্ত থেকে। কারণ সে জীবিত আছে। যাহারা চলে গেছেন না, তাহারা কিছু করতে পারেন না। কেবল পুণ্য বন্ধন হয়।

অনন্য ভক্তি, সেখানে দেওয়া হয়

আমরা মোক্ষে যেতে চাই সেইজন্য মোক্ষে যেতে পারব ততটুকু পুণ্য দরকার। এখানে তুমি সীমন্ধর স্বামীর জন্য যতটুকু করবে, সেই সব তুমি জেনে গেছ। অনেক হয়ে গেছে। তাতে এরকম না যে এটা কম। তাতে তো তুমি যা (দেবার জন্য) ধারণা করেছ, সেই সব কর। তাতেই সব হয়ে যাবে। আর এর থেকে বেশী করার দরকার নেই। আর হাসপাতাল বানাও অথবা অন্য কিছু বানাও, সেই সব আলাদা রাস্তায় যায়। এই সব আলাদা রাস্তায় যায়। এই সব পুন্য কিন্ত পাপানুবন্ধী পুন্য। অনুবন্ধে পাপ করে আর এটা পুন্যানুবন্ধী পুন্য।

এরা হচ্ছে জীবন্ত দেবতা

লক্ষ্মীর সদুপযোগের সবথেকে খাঁটি রাস্তা কোনটা এখন ? তখন বলা হয়, 'বাইরে দান দেওয়া সেটা ? কলেজে পয়সা দেওয়া সেটা ? তখন বলে, না ! আমাদের এই মহাত্মাদেরকে চা-জলখাবার খাওয়াও। ওদেরকে সন্তোষ দেবে, সেটাই সবথেকে ভাল রাস্তা। এমন মহাত্মা ওয়ার্ল্ডে মিলবে না। এমন সত্যযুগেই দেখা যায় আর সবাই ছুটে এসেছ তো তোমাদের কিভাবে ভাল হবে, সেটাই সারা দিনের ভাবনা।

পয়সা না হয়, তো তাদের ওখানে ভোজন কর, থাক, তারা সবাই আমাদের নিজের। আমনে-সামনে পারস্পরিক সব। যার কাছে সারপ্লাস আছে সে খরচ কর। আরো বেশী হলে মনুষ্য মাত্রকে সুখী

কর, সেটা ভাল আর তার থেকেও আগে, জীব মাত্রের সুখের জন্য খরচ কর।

বাকি স্কুলে দাও, কলেজে দাও, তা তে নাম হবে, কিন্তু খাঁটি এটাই। এই মহাত্মারা সম্পূর্ণরূপে খাঁটি, তার গেরান্টী দিচ্ছি, অন্যথায় যেমনই হোক। পয়সা কম হতে পারে, তার পর ও ওদের মনোভাব পরিস্কার, ভাবনাও খুব সুন্দর। প্রকৃতি তো আলাদা-আলাদা হয়। এই মহাত্মারা তো জীবন্ত দেবতা। আত্মা ভিতরে প্রকট হয়ে গেছে। এক ক্ষণ ও আত্মাকে ভোলে না। সেখানে আত্মা প্রকট হয়েছে, সেখানে ভগবান আছে।

প্রশ্নকর্তা : লোককে ভোজন করালে সেটা ফলে না ?

দাদাশ্রী : সেটা ফলে তো। কিন্তু এখানকার এখানেই বাহ-বাহ হয়, ততটুকুই। তার ফল এখানকার এখানেই মিলে যায়। আর ওটা ওখানে মিলে, বাহ-বাহ হয় না, সেটা ওখানে মিলে।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ সাথে নিয়ে যাবার, এমন কি ?

দাদাশ্রী : ওটা সাথে নিয়ে যাবার। এই তুমি দশ দিলে সেটা তুমি সাথে নিয়ে যাবে আর বাহ-বাহ হলে খরচ হয়ে গেল।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কাল থেকে সবাইকে ভোজন করানো বন্ধ করে দিতে হবে ?

দাদাশ্রী : ভোজন করানো, সেটা তো তোমার জন্য অনিবার্য। অনিবার্য তো না করে মুক্তিই হবে না।

এটা এমন, এই মহাত্মাদের খাওয়ানো, আর বাইরের লোকদের খাওয়ানো সে আলাদা বস্তু। ওটা বাহ-বাহ এর কার্য। এখানে কেউ বাহ-বাহ বলতে আসে নি। এই মহাত্মারা তো! ওয়ার্ল্ড-এ এমন পুরুষ কোথাও মিলবে না, অথবা এমন ব্রাহ্মণ মিলবে না, এমন যে, কারো তোমার থেকে কিছু নেবার ইচ্ছাই নেই, কোন দৃষ্টির পরিবর্তন নেই মহাত্মাদের। এই মহাত্মারা কেমন, যে কোন প্রকারের লাভ নেওয়ার

জন্য বসে নেই, তাহলে এমন মহাত্মা কোথায় হবে ?! এই সংসার সমস্ত স্বার্থওয়ালা । এই মহাত্মারা তো করেক্ট (ঠিক) মানুষ । এমন মানুষ হয় না তো, এই দুনিয়ায় হবেই না !

এমন ইচ্ছাই হয় না যে এই ডাক্তার আমার কাজের । এমন তার মনে বিচার ও আসে না আর অন্য লোকেরা তো ডাক্তার আসে কি তুরন্ত ভাবতে বসে যে কোন দিন কাজে লাগবে । তাহলে কি *মুয়া,* শুধু ঔষধ খাবার জন্য ? স্বাস্থ্যবান, তবুও ঔষধ খাবার জন্য দৌড়াচ্ছে ?

এই মহাত্মারা কি, আমার শব্দ যদি বুঝতে পার তো, তাহারা ভগবানের মত, কিন্তু এই মহাত্মারা জানে না । ওদেরকে চা-জল খাওয়াবে, ভোজন করাবে , সেটা সবথেকে বড় যজ্ঞ বলা হয় । প্রথম শ্রেনীর যজ্ঞ । চুড়ি বিক্রি করে ভোজন করাও তাহলেও খুব ভাল ! চুড়ি শান্তি দেবে না । মহাত্মাদের সাথে বসলে দান খারাপ হয় না । সেইজন্য এই মহাত্মাদেরকে যত খাওয়াতে পার খাওয়াতে থাক । চা খাওয়ালেও অনেক হবে ।

এমন বোঝাতে হয়

এক জন লোক আমার কাছ থেকে পরামর্শ চাইছিল যে আমি দিতে চাই তো কি ভাবে দেব ? তখন আমি ভাবলাম, এর পয়সা দেবার বুদ্ধি নেই । আমি বললাম, 'তোর কাছে পয়সা আছে ?' সে বলল, 'হ্যাঁ,' তখন আমি বললাম যে ' এই ভাবে দেবে ।' আমি জানি যে এই লোকটা অন্তর থেকে খুব সাফ আর সরল মনের । তাকে সাচ্চা বুদ্ধি দাও ।

কথাটা এমন ছিল কি আমি একজন ভদ্রলোকের ওখানে গিয়েছিলাম । সে একজন লোককে আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য পাঠায় । কেবল পৌঁছে দেবার জন্যই । সে ডাক্তারকে বলে যে দাদাজীকে গাড়ীতে পৌঁছাতে আপনি যাবেন না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব । এভাবে পৌঁছে দিতে আসে আর তখন বার্তালাপ হয় ! সেই লোকটি আমার থেকে পরামর্শ চায় যে, আমি পয়সা দিতে চাই তো

কোথায় দেব, কিভাবে দেব ? 'বাংলো বানিয়েছি তখন পয়সা ও উপার্জন করেছি ।' আবার সে বলে, 'বাংলো বানিয়েছি, সিনেমা থিয়েটার বানিয়েছি । সওয়া লাখ টাকা তো আমার গ্রামে দানে দিয়েছি ।' তখন আমি বলি যে ,'বেশী উপার্জন করেছ তো এক-আধ আপ্তবাণী ছাপিয়ে দাও ।' সে অবিলম্বে বলে, 'আপনি বলার অপেক্ষা, এটা তো আমি জানতামই না । আমাকে কেউ বোঝায় নি ।' আবার বলে, ' এই মাসেই অবিলম্বে ছাপিয়ে দেব ।' তারপর জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে কত খরচ হবে ? তখন বলি যে, 'কুড়ি হাজার হবে ।' অবিলম্বে সে বলে 'এত পুস্তক আমি ছাপিয়ে দেব !' আমি উতলা হতে মানা করি সেই ভাইকে ।

অর্থাৎ এমন ভাল মানুষ যে দান দেওয়া বুঝতে পারে না, আর সে জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলি । আমি জানি যে সে সরল । সে বুঝতে পারে না তো তাকে বলি । বাকি বুদ্ধিমান দের তো আমি বলার আবশ্যকতাই নেই না ! নাহলে তার দুঃখ হবে । আর দুঃখ হয় সেটা আমি চাই না । এখানে পয়সার আবশ্যকতাই নেই । সারপ্লাস হলে তবেই দেবে, কারণ জ্ঞানদানের মত আর কোন দানই নেই এই জগতে !

কারণ এই জ্ঞানের বই কেউ পড়ে, তো তার কত পরিবর্তন হয়ে যায় । সেইজন্য থাকলে দেবে, না থাকলে, তো আমাদের কোন আবশ্যকতা নেই এখানে !

সারপ্লাসেরই দান

প্রশ্নকর্তা : সারপ্লাস কাকে বলা হয় ।

দাদাশ্রী : সারপ্লাস, আজ তুমি দিলে আর কাল চিন্তা খাড়া হয়, তাকে বলে না । এখন ছয় মাস পর্যন্ত তোমার *উপাধি* হবে না, এমন তোমার মনে হয় তাহলে কাজ করবে, না হলে করবে না ।

যদিও এই কাজ কর তো তোমাকে *উপাধি* দেখতে হবে না। এই কাজ তো নিজে নিজেই পূর্ণ হয়ে যায়। এটা তো ভগবানের কাজ। যা যা করে, তার নিজে-নিজেই সমান হয়ে যায়। কিন্তু তবুও আমার তোমাকে সতর্ক করা উচিত। আমি কিসের জন্য এটা বলা উচিত যে না ভেবে-চিন্তে করবে? না ভেবে-চিন্তে লাফিয়ে পর এটা আমি কিসের জন্য করতে বলব? আমি তো তোমার হিতের জন্য সতর্ক করি যে 'পূর্বের অবতারে তুমি দিয়েছিলে, সেইজন্য এসব এখন মিলছে, আর আজ দাও তো আবার মিলবে। এটা তো তোমারই ওভারড্রাফ্ট। আমার কোন লেন-দেনই নেই। আমি তো তোমাকে ভাল জায়গায় দেওয়াই, এতটুকুই।' পূর্বের অবতারে দিয়েছিল, সে এই অবতারে গ্রহণ করে। কি সবার বুদ্ধি নেই? তখন বলে, 'বুদ্ধি থেকে না, উপর থেকেই আছে! তুমি ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফট ক্রেডিট করিয়েছিলে সেইজন্য তোমার হাতে চেক আসবে।' সেইজন্য বুদ্ধি ভাল হলে আবার সব জয়েন্ট হয়ে যায়।

নেবার সময় ও কত সূক্ষ্ম বিবেচনা

এখানে শুধু যে পুস্তক ছাপানো হয় সেটাই আর এতটুকু বিশ্বাস আছে যে এই পুস্তকের পয়সা অবশ্য এসে যাবে, নিজে নিজেই। তার জন্য নিমিত্ত আছে পিছনে। সেই সব এসে মিলিত হয়। তাকে কিছু বলতে অথবা ভিক্ষা চাইতে হয় না। করো কাছে চাইলে তার দুঃখ হবে। তখন বলবে এতো বেশী? 'এতো বেশী' বলা মানে তার সঙ্গে ওর দুঃখ হয়। আমার এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে না? আর কারো দুঃখ হয় মানে আমার ধর্ম থাকে না। সেইজন্য একটুও আমার দ্বারা চাওয়া হয় না। সে নিজে খুশি মনে বললে তো আমার দ্বারা নেওয়া যায়। সে নিজে জ্ঞানদান বোঝে তবেই নেওয়া যায়। সেইজন্য যে যে দিয়েছে না, তারা নিজে জ্ঞানদান কে বুঝেই দেয়। নিজে নিজেই দেয়। এখনো পর্যন্ত চাই নি।

এখানে পুস্তক ছাপানো, তাতে আমাদের পয়সা শোভা দেয় আর পুণ্য থাকে তবেই মিল হয়। পয়সা শুদ্ধ হলে তবেই ছাপাতে পারবে। না হলে ছাপাতে পারবে না আর সেটা মেল খায় না !

স্পর্ধা হয় না এখানে

আর স্পর্ধাতে সেসব বলার প্রয়োজন নেই। এসব স্পর্ধার লাইনওয়ালা না যে এখানে বুলি লাগায় কি যে ইনি এত বলেছে আর সে এত বলেছে ! বীতরাগীদের ওখানে এমন স্পর্ধা হয় না। কিন্তু এ তো দুষম কালে ঢুকে গেছে এমন। দুষম কালের লক্ষণ সব। স্পর্ধা করা, সে ভয়ঙ্কর রোগ। মানুষ বাজি লাগায়। আমাদের এখানে এমন কিছু হয় না। এখানে পয়সার যাচনা করা হয় না।

দাদার হৃদয়ের কথা

এত অধিক পত্র আসে যে আমি কিভাবে সামলাবো এটাই মুস্কিল সেইজন্য এখন অন্য লোকে ছাপিয়ে নেবে। আমি তো এসব ফ্রি অফ কস্ট দিই, প্রথম বার, ফার্স্ট টাইম। পরে লোকে নিজেই ছাপিয়ে নেবে। এ তো আমার জ্ঞান খাড়া হয়েছে না, সেটা লুপ্ত না হয়ে যায়। সেইজন্য ছাপিয়ে দিতে হবে আর তার জন্য কেউ না কেউ মিলে যায়, নিজে নিজেই করে। আমার এখানে অনিবার্য বলে কিছু নেই। আমার এখানে 'ল' নেই। 'নো ল সেটাই ল।'

প্রিয় কে ছেড়ে দাও তো সমাধি

সমাধি কবে আসবে ? সংসারে যার উপরে অত্যধিক স্নেহ আছে, তাকে খোলা ছেড়ে দেবে তবে। সংসারে কিসের উপর অত্যধিক প্রেম আছে। লক্ষ্মীজীর উপর। সেইজন্য তাকে খোলা ছেড়ে দাও। তখন বলে ছেড়ে দিই, তখন বেশী আরো বেশী আসে। তখন আমি বলি যে 'বেশী আসে তো বেশী যেতে দাও।' প্রিয় বস্তু ছেড়ে দিলে তবেই সমাধি হয়।

এমন হয় মোক্ষমার্গ

এই ভাই লুটিয়ে দিত। আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে মোক্ষের মার্গ কি ? আমি বলি, 'এটাই মোক্ষের মার্গ, এর থেকে আলাদা মোক্ষের মার্গ আর কেমন হবে আবার ? নিজের কাছে আছে সেসব লুটিয়ে দাও মোক্ষের জন্য। তার নামই মোক্ষমার্গ। শেষে তো আগুনেই দেবে কি না ? শেষে তো আগুনে দেয়, কাউকে না দিয়ে থাকতে পারা যায় ? তোমার কেমন লাগছে ?

যা কাছে আছে সেসব লুটিয়ে দেওয়া। আর তা ও ভাল কাজের জন্য, মোক্ষের জন্য অথবা মোক্ষার্থী, জিজ্ঞাসুর জন্য অথবা জ্ঞানদানের জন্য লুটিয়ে দেবে, সেটা মোক্ষের-ই মার্গ।

-জয় সচ্চিদানন্দ

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অডালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর-৩৮২৪২১,
ফোন: (০৭৯)৩৯৮৩০১০০

কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪
মুম্বাই	:	৯৩২৩৫২৮৯০১	চেন্নাই	:	৯৩৮০১৫৯৯৫৭
জয়পুর	:	৯৩৫১৪০৮২৮৫	হায়দ্রাবাদ	:	৯৯৮৯৮৭৭৭৮৬
বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯	ভোপাল	:	৯৪২৫০২৪৪০৫
ইন্দোর	:	৯০৩৯৯৩৬১৭৩	জব্বলপুর	:	৯৪২৫১৬০৪২৮
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	ভিলাই	:	৯৮২৭৪৮১৩৩৬
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪
পুনে	:	৯৪২২৬৬০৪৯৭	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩

U. S. A : Dada Bhagwan Vignan Institute :
100, SW Redbud Lane, Topeka, Kansas 66606
Tel. +1 877-505-DADA (3232) ,
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330 111 DADA (3232)
UAE : +971 557316937
Kenya : +254 722 722 063
Singapore : +65 81129229
Australia : +61 421127947
New Zealand : + 64 21 0376434

Website : www.dadabhagwan.org

দানের বোন

চার প্রকারের দান হয় : এক আহারদান, দ্বিতীয় ঔষধদান, তৃতীয় জ্ঞানদান, আর চতুর্থ অভয়দান। ক্ষুধিত কে খাওয়ালে সেটা হল অন্নদান। অসুস্থ লোককে ফ্রি অব কস্ট ঔষধ দিলে সেটা ঔষধ দান। লোককে বুঝিয়ে সত্যের রাস্তায় মোড়া আর লোকের কল্যাণ হয় এমন পুস্তক ছাপানো, সেটা জ্ঞান দান। আর কোন জীবের ত্রাস না হয় এমন ব্যবহার করা , সেটা অভয় দান।

-দাদাশ্রী

मूल दीपक से प्रकटे दीपमाला

dadabhagwan.org

ISBN 978-93-87551-54-1

Printed in India

Price ₹25